ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-299 ■ 8 August, 2025 ■ আগরতলা ৮ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২২ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ট্রাম্পের শুল্ক বাড়ানো নিয়ে

কৃষক ও মৎস্যজীবীদের স্বার্থে কখনো আপস করবে না ভারত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ।। কৃষি এবং রাশিয়া থেকে তেল আমদানির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, ভারত কখনোই তার কৃষক, পশুপালক এবং মৎসজীবীদের স্বার্থে আপস করবে না, এমনকি এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাকে বড় মুল্যও দিতে হতে পারে। 'আমরা জানি যে আমাকে এর জন্য বড় মুল্য দিতে হবে, কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি,' বলেন তিনি, ম. স. স্বামীনাথন শতবার্ষিকী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময়।

এই মন্তব্যগুলি এসেছে, যখন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনার মধ্যে কৃষি এবং দুধের বাজারে শুল্ক মুক্ত প্রবেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের চাপ রয়েছে। বুধবার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, ফলে কিছু পণ্যের শুল্ক ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে একটি প্রভাবিত পণ্য হলো চিংড়িযা ভারতের প্রধান মৎসজীবী রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে একটি।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমাদের জন্য, আমাদের কৃষকদের স্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ভারত কখনোই তার কৃষক, পশুপালক এবং মৎসজীবীদের স্বার্থে আপস করবে না। এবং আমি জানি যে, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এর জন্য অনেক বড় মূল্য দিতে হবে, কিন্তু আমি প্রস্তুত। আজ ভারত প্রস্তুতআমার দেশের কৃষক, মৎসজীবী এবং পশুপালকদের জন্য। তিনি আরও বলেন, "আমরা কৃষকদের আয় বাড়ানোর, চাষের খরচ কমানোর এবং নতুন আয়ের উৎস তৈরি করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সরকার কৃষকদের শক্তিকে জাতির অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।"

ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্যগুলি তাদের চলমান বাণিজ্য আলোচনায় তাদের জন্য নন-নেগোশিয়েবল (অচল বিষয়)। গত ২৬ জুলাই, সংবাদে প্রকাশ, ভারত সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জেনেটিক্যালি মডিফাইড শস্য যেমন মিষ্টি কর্ন এবং সয়া চালানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আবেদনে সাড়া দেবে না। 'কিছু বিষয় আদর্শগতভাবে নন-নেগোশিয়েবল। আমরা জিএম পণ্য আমদানি করতে পারি না,' একটি সূত্র বলেছিল, যা ভারতের কঠোর অবস্থানকে নির্দেশ করে। কৃষি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত ক্ষেত্র।

বুধবার, যুক্তরাষ্ট্র তার চাপ আরও বাড়িয়েছে, যখন আগস্ট ২৫ তারিখে ভারত সফরে আসার জন্য মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাশিয়া থেকে ক্রুড অয়েল আমদানির কারণে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক গত ১ আগস্ট ঘোষণা করা প্রতিফলিত

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

"ভোট চুরি"-র অভিযোগ

রাহুলের, লিখিত প্রমাণ চাইল নির্বাচন কমিশন

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ।। বিজেপির সঙ্গে 'মিলেমিশে ভোট চুরি করেছে নির্বাচন কমিশন। এই অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা আসন। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। রাহুল দাবি করেন, বেঙ্গালুরু সেন্ট্রালে ভুয়ো ভোটার এবং ডুপ্লিকেট ভোট পড়েছে। এই আসনে কংগ্রেস মাত্র ২.৫৮ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে হেরেছে। এটাই প্রমাণ যে ভোট চুরি হয়েছে। এই অভিযোগের পরপরই নির্বাচন কমিশন রাহুল গান্ধীর কাছে লিখিতভাবে প্রমাণ চেয়ে পাঠায় এবং ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে সেসব জমা দিতে বলে। জবাবে রাহুল বলেন, আমি যা বলেছি, তা জনগণের সামনে ঘোষণা হিসেবেই ধরা হোক। আমরা কমিশনেরই তথ্য তুলে ধরছি।

এদিন রাহুল গান্ধী জানান, কর্ণাটকে ২৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৬টি আসন জেতার আশা করলেও তারা জিতেছে মাত্র ৯টি। বিশেষ করে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল আসনে ফলাফলে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়, তিনি বলেন। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী মনসুর আলি খান ও বিজেপি প্রার্থী পি.সি. মোহনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ৩২,৭০৭ ভোট, যেখানে মোট ভোট পড়েছিল ১৩ লাখেরও বেশি, দাবি করেন তিনি। রাহুল গান্ধী আরও

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৭ দিন

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, সতর্কতা

__কলকাতা, ৭ আগস্ট ।।__ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আগামী সাতদিনের জন্য ভারী এবং অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে এই বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে, যা বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা এবং ভূমিধসের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশে ৮ আগস্ট অতিভারী বৃষ্টির (২১ সেন্টিমিটার বা তার বেশি) আশঙ্কা রয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা এবং ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হতে পারে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, এবং এই বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে।

ভারতের অন্য অংশগুলির মধ্যে, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে ৭ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষভাবে ১০ আগস্ট থেকে এই পাহাড়ি রাজ্যগুলোতে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে, যা সড়ক যোগাযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া, বিহার, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে ৮ আগস্টের মধ্যে ভারী বৃষ্টি হতে পারে, যা জলাবদ্ধতা এবং অন্যান্য স্থানীয় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মেঘলা আকাশ এবং হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে সন্ধ্যা বা রাতের দিকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার, তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। বাতাসের গতিবেগ দিনে ১০ থেকে ১৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা থাকবে এবং রাতে তা কিছুটা কমে ৫ থেকে ১০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় পরিবর্তিত হবে। এদিকে, ৮ আগস্টের পর তাপমাত্রা কিছুটা কমে ২৪ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ থেকে ৩ ডিগ্রি কম হবে। দিল্লির আকাশে মেঘলা অবস্থাও থাকতে পারে, তবে বৃষ্টির তীব্রতা কম থাকবে। ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত একাধিক মৌসুমি সিস্টেম বৃষ্টির তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। মোনসুন ট্রাফটি পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়ে চলছে, যা ভারী বৃষ্টির মূল কারণ। বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণন সঞ্চালন সক্রিয় রয়েছে, যা ভারী বৃষ্টির প্রবণতা বাড়াচ্ছে। এছাড়া, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এবং মহারাষ্ট্রের উপর দুটি ঘূর্ণন সঞ্চালন সক্রিয় রয়েছে, যা ভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি করছে।

নতুন একটি ঘূর্ণন সঞ্চালন উত্তর-পূর্ব অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের উপর সক্রিয় রয়েছে, যা ওই অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। একইভাবে, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে একটি ঘূর্ণন সঞ্চালন সক্রিয় রয়েছে, যা এই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির কারণ হতে পারে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দৃষ্টান্ত প্রশাসনের !

প্রকাশ্যে রাস্তায় যুবককে লাথি, বরখাস্ত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট।। ডিউটিরত অবস্থায় এক যুবককে রাস্তায় ফেলে লাথি দেন টিএসআর জওয়ান সুমন দাস। ওই ঘটনায় টিএসআর-এর তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট বিনয় কিশোর দেববর্মা অভিযুক্ত সুমন দাসকে বরখাস্ত করেছে। এমনকি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ জারি করেছেন কমান্ডেন্ট। প্রসঙ্গত, আজ দুপুরে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড এলাকায় ডিউটিরত অবস্থায় এক যুবককে রাস্তায় ফেলে লাথি দেন টিএসআর জওয়ান সুমন দাস। সেই ঘটনাটি মোবাইলের ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। পরবর্তী সময় সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

সে টিএসআর তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের ওয়ার্ড বয় হিসেবে কর্মরত।

এরপরই তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট বিনয় কিশোর দেববর্মা অভিযুক্ত সুমন দাসকে বরখাস্ত করেন।

এমনকি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ জারি করেছেন কমান্ডেন্ট। দ্রুত কড়া পদক্ষেপ নিয়ে দৃষ্টান্ত রাখলো রাজ্য সরকার।

টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের সভায়

কর্মচারীদের সময় মতো অফিসে আসা ও নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে বাজার বসে যাচ্ছে। এরফলে ট্রাফিক ব্যবস্থা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। তাই প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে নজরদারিও বাড়ানো প্রয়োজন। আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা ও তা নিরসনের উপায় নিয়ে আয়োজিত টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সভায় রাজ্যের সবগুলি জেলার জেলাশাসকগণ ভার্চুয়ালি এবং বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তায় ভি.আই.পি, চলাচলের ক্ষেত্রে ট্রাফিক ব্যবস্থা যেন সাধারণ নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই করা হয়। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার কোনও সুযোগ নেই। কারণ সরকারের মূল লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ সুবিধা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় কর্মরত কর্মচারিগণকে সময় মতো অফিসে আসতে হবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আগরতলা পুরনিগম এলাকায় আবর্জনার সমস্যা, সৌন্দর্যায়ন রক্ষা ইত্যাদি করার জন্য টাস্ক ফোর্সের সংখ্যা বাড়াতে তিনি নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষকে সর্বোচ্চ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনও বাধা বরদাস্ত করা হবে না। কারণ প্রশাসন আইন অনুযায়ী চলবে।

এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপর জোর দেন। তাছাড়া গাঁজা চাষ, বিক্রি, পাচারের সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যও সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরক্ষা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। তাছাড়া সভায় রাস্তার পরিকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা,

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নদীর পাড় থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

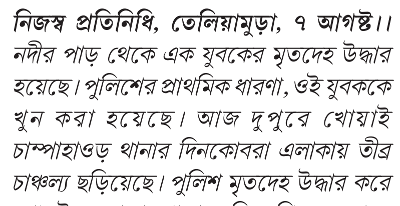

__নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ আগষ্ট।।__ নদীর পাড় থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। আজ দুপুরে খোয়াই চাম্পাহাওড় থানার দিনকোবরা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে ফরেনসিক টিম। ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে খোয়াই চাম্পাহাওড় থানার দিনকোবরা এলাকার নদীর পাড় থেকে এক যুবকের মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, খোয়াই থানার অন্তর্গত মহাদেব টিলা এলাকার বাসিন্দা ৪২ বছরের ছেলে নারায়ণ দেবনাথের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে গতকালও মৃত নারায়ণ দেবনাথ কে দেখা গিয়েছিল। আজ নারায়ণ দেবনাথ মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম।

বাসে মহিলা যাত্রীর সাথে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ আগস্ট।। বিশ্রামগঞ্জকাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছে সুকুমার বণিক নামে এক ব্যক্তিকে। চলন্ত বাসে মহিলা যাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ।

ঘটনার পরই প্রশাসনকে তদন্তক্রমে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশে দ্রুত বিশ্রামগঞ্জকাণ্ডে তদন্তে নেমে পুলিশ সুকুমার বণিককে গ্রেপ্তার করেছে। চলন্ত বাসে মহিলা যাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে সিপাহীজলা জেলার প্রশাসন ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ বুধবার গভীর রাতে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। জানাযায়

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সারমেয়'র মাংস বিক্রি নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৭, উত্তেজনা

হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ আগষ্ট।। ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের ১ নম্বর ওয়ার্ডে সারমেয় মাংস এবং বিক্রিকে কেন্দ্র করে গতকাল গভীর রাতে দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। এই ঘটনায় দুই পক্ষের মোট ৭ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। সকল আহত বর্তমানে ভগবান নগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে হীরাছড়া এলাকায় সারমেয় কেটে খাওয়া এবং বিক্রির অভিযোগ ওঠে তিনজনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে পিন্টু দাস নামে একজন ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল। অভিযোগ, গতকাল রাতে পিন্টু দাসের আত্মীয়রা অভিযোগকারী রাজারাম নুনিয়া মুন্ডার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে রাজারাম নুনিয়ার স্ত্রী সুরিয়ে গৌড়, গোলাপ চাষা, বুধন চাষা ও সুলতান আলী সহ আরও কয়েকজন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গোলাপ চাষা, তাঁর ছোট ভাই এবং সুলতান আলীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়, ফলে তাঁরা গুরুতর আঘাত পান এবং রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে, পিন্টু দাসের আত্মীয়দের পাল্টা অভিযোগরাজারাম নুনিয়া মুন্ডা ও তাঁর লোকজন চন্দন দাসের বাড়িতে হামলা চালান। এই হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে চন্দন দাস ও সমা বাউরী আহত হন। চন্দন দাসের চোখে গুরুতর চোট লাগে বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের নেতৃত্বে কৈলাসহর থানা এবং ইরানি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ঘটনাটি ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খবরের জের, অবশেষে ১০০ বছর বয়সে সরকারি ভাতা পেতে চলেছেন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ আগষ্ট।। খবরের জেরে অবশেষে মন্ত্রী টিংকু রায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার দুপুরে চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের ধনাচড় পাড়া এলাকার স্বামী হারা ১০০ বছরে অসহায় বৃদ্ধার পরিবারে পাশে দাঁড়ালেন চড়িলাম বিজেপি মন্ডল সভাপতি তাপস দাস সহ এক প্রতিনিধি দল।

১০০ বছরে পা দিলো চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের ধনাচড় পাড়া এলাকার স্বামী হারা বৃদ্ধা রাধিকা দেববর্মা। বেশ কয়েকবার বার্ধক্য ভাতা পেতে কাগজ পত্র জমা দিয়েছিলেন তার ছেলে দিলীপ দেববর্মা এবং পুত্রবধূ রূপশ্রী দেববর্মা।কিন্তু কপালে জুটেনি ১০০ বছরের বৃদ্ধার সরকারি ভাতা। আর সেই অসহায় বৃদ্ধার করুন দৃশ্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। আর সেই খবরের

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৮ আগস্ট, ২০২৫ ইং
২২ শ্রাবণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে আপোস নয়

ভারত নিজেদের অবস্থান আবারও স্পষ্ট করিয়াছে। আমেরিকার সঙ্গে কোনভাবেই কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্তে রাজি হইবে না ভারত। কৃষকরা হইলেন দেশের শক্তির মূল আধার। এসবদের উৎপাদিত সামগ্রিক ন্যায্য মূল্য ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতে ভারত সরকার যেকোনো স্বার্থত্যাগ ও কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতির পরেও দমিবে না ভারত। স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ভারত কখনই তাহার কৃষক এবং মৎস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে আপোস করিবে না। আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই নীতির জন্য তাঁহাকে হয়তো 'মূল্য চোকাইতে হইবে', তবু তিনি কৃষকদের জন্য তাহা করিতে প্রস্তুত।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের একাধিক সূত্র মারফত আগেই জানা গিয়াছিল ভারত—আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় মূলত কৃষি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়া দুই দেশের একমত হইতে না পারা। বাণিজ্যচুক্তি নিয়া দিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনা চলিলেও ইতিমধ্যেই ভারতের উপর দু'দফায় মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করিয়াছেন ট্রাম্প। এই আবহে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কথা বলিয়া মোদি আমেরিকাকে বার্তা দিলেন বলিয়াই মনে করা

হইতেছে।দিল্লিতে এমএস স্বামীনাথন শতবার্ষিকী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'আমাদের কাছে দেশের কৃষকদের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। ভারত কখনও কৃষক, জেলে এবং দুগ্ধ চাষীদের স্বার্থের সঙ্গে আপোস করিবে না। এর জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হইবে এবং ভারত তাহার জন্য প্রস্তুত। প্রসঙ্গত, আমেরিকা চাইছে তাহাদের দুগ্ধজাত পণ্য ভারতের বাজারে কম দামে বিক্রি হোক। তবে মার্কিন দুগ্ধজাত পণ্য 'আমিষ' বলিয়া দাবি করিয়াছে ভারত। কারণ সেখানকার গবাদি পশুদের মাংস খাওয়ানো হয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে। তাই মার্কিন দুধ ভারতের বাজারে বিক্রি করিতে দিতে রাজি নয় ভারত। এদিকে মার্কিন জেনেটিকালি মোডিফায়েড কৃষি পণ্যও ভারতে বিক্তি করিতে দিতে রাজি নয় দিল্লি।এই আবহে ভারত ওইসব পণ্যকে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে বা ওইসব পণ্যের আমদানি শুল্ক কমাইতে রাজি নয়। যাহার প্রভাব পড়িবে দেশীয় বাজার, শিল্প ও কৃষকদের ওপর। প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ভারত শ্রমঘন খাতের জন্য বিশেষ শুল্ক ছাড় চাইছে। এর মধ্যে রহিয়াছে বস্ত্র, রত্ন ও অলঙ্কার, চামড়াজাত পণ্য, পোশাক, প্লাস্টিক, রাসায়নিক, চিংড়ি, তৈলবীজ, আঙ্গুর এবং কলা। চুক্তির আওতায় ভারত অতিরিক্ত শুল্ক (২৬ শতাংশ) প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়াছে আসিতেছে। একই সঙ্গে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম (৫০ শতাংশ) এবং অটো (২৫ শতাংশ) খাতেও শুল্ক কমানোর দাবি ভারতের।এই আবহে ভারত ওইসব পণ্যকে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে বা ওইসব পণ্যের আমদানি শুল্ক কমাইতে রাজি নয়, যাহার প্রভাব পড়িবে দেশীয় বাজার, শিল্প ও কৃষকদের ওপর। প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ভারত শ্রমঘন খাতের জন্য বিশেষ শুল্ক ছাড় চাইছে। এর মধ্যে রহিয়াছে বস্ত্র, রত্ন ও অলঙ্কার, চামড়াজাত পণ্য, পোশাক, প্লাস্টিক, রাসায়নিক, চিংড়ি, তৈলবীজ, আঙ্গুর এবং কলা। চুক্তির আওতায় ভারত অতিরিক্ত শুল্ক (২৬ শতাংশ) প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়া আসিতেছে। একই সঙ্গে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম (৫০ শতাংশ) এবং অটো (২৫ শতাংশ) খাতেও শুল্ক কমানোর দাবি ভারতের।

এদিকে আমেরিকা নির্দিষ্ট কিছু শিল্পপণ্য, অটোমোবাইল, বিশেষ করিয়া বৈদ্যুতিক যানবাহন, ওয়াইন, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য, কৃষিপণ্য, দুগ্ধজাত পণ্য, আপেল এবং জেনেটিক্যালি মোডিফায়েড ফসলের ওপর শুল্ক ছাড় চাইছে। যদিও ভারত কিছু কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের উপর ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। এরই মাঝে ট্রাম্প বুধবার ভারতের ওপর শুল্ক বাড়াইয়া ৫০ শতাংশ করিয়াছে।প্রসঙ্গত, ভারতীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির জেরে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়িবে। এর জেরে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা দ্রুত কমিতে পারে। এরই মাঝে অবশ্য ভারত—মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা জারি রহিয়াছে। এখনও পর্যন্ত দুই দেশের পাঁচ দফা বৈঠক হইয়াছে বাণিজ্য চুক্তি নিয়া। সর্বশেষ বৈঠক ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা অমীমাংসিত রহিয়ায়ে গিয়াছে। আগামী ২৫ আগস্ট থেকে ভারতে ষষ্ঠ দফার বৈঠক হওয়ার কথা রহিয়াছে। সেই বৈঠকের থেকে তাকাইয়া রহিয়াছেন সকলে।

বিশ্রামগঞ্জে বাসের উপর হামলার ঘটনায় দোষীদের ৭২ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবিতে ডেপুটেশন দিল ভারতীয় মজদুর সংঘের সিপাহিজলা ত্রিপুরা বাস জীপ চালক সংঘ

আগরতলা, ৭ আগস্ট: আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিশ্রামগঞ্জে বাস গাড়ির উপর যে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে, সেই ঘটনার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিএমএস এর শাখা সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জ থানায় এবং বিশ্রামগঞ্জ এসপির নিকট ডেপুটেশন দিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় মজদুর সংঘের সিপাহিজলা ত্রিপুরা বাস জীপ চালক সংঘ।

এবিষয়ে সিপাহিজলা ত্রিপুরা বাস জীপ চালক সংঘের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব মজুমদার বলেন, গত ৫ আগস্ট মঙ্গলবার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিনা দোষে বাস গাড়ির

উপরে হামলা চালিয়েছে কতিপয় দুষ্কৃতি। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বাস চালক এবং মালিক উভয়েই। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাই ন্যায্য বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার শিবাজীতলা থানার পুলিশ এবং এসপির নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন বিএমএস এর নেতৃত্বে চারটি সংগঠন। আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করার দাবিতে এদিনের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। ৭২ ঘন্টার মধ্যে ন্যায়বিচার না পেলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সংঘটিত হবেন বলে জানিয়েছেন তারা। সিপাহীজলা এসপি তাদের আশ্বাস প্রদান করেছেন দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

গাঁজা ভর্তি গাড়ি আটক করল পুলিশ, পলাতক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ আগস্ট: গাঁজা ভর্তি মারুতি গাড়ি আটক করল বিশালগড় থানার পুলিশ। ঘটনা গকুলনগর সুকান্ত কলোনি এলাকার সিএসআর ক্যাম্পে। গাড়ির চালক পলাতক।

গোপন খবরের ভিত্তিতে সুকান্ত কলোনি এলাকায় ৯৮ কেজি শুকনো গাঁজা সহ গাড়ি আটক করলো বিশালগড় থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার বিকেলে। ঘটনাস্থল থেকে মারুতি কোম্পানির গাড়ি সহ গাঁজা ফেলে পালিয়ে যায় গাঁজা কারবারিরা। বহিঃরাজ্যের প্রচার করতে গাঁজাগুলি রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার পথে বিশালগড় থানা পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে।

পুলিশ গাড়িটিকে ধাওয়া করলে গাঁজা ভর্তি গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় গাঁজা কারবারিরা। পরবর্তী সময়ে ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাসের উপস্থিতিতে সমস্ত গাঁজা পরিমাপ করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ওসি বিজয় দাস সহ গোটা পুলিশ টিম। এই ঘটনা জড়িতদের উদ্দেশ্যে তল্লাশি জারী রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

যেভাবে নিঃশেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বংশধারা

'আমার ঘরেতে আর
নাই সে যে নাই
যাই আর ফিরে আসি,
খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ,
এইটুকু স্থান
সেথা হতে যা হারায়,
মেলে না সন্ধান'

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন ফিরে গেলেন। তখন তিনি নতুন প্রতিষ্ঠিত ওই বিদ্যায়তনের শিক্ষাদানপদ্ধতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করছিলেন। পরীক্ষা---নিরীক্ষা করছিলেন বারবার। সেখানকার কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে গেলেন, যেন কোনো কিছুই তাঁর মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। বাইরে থেকে তাঁকে বেশ শক্ত দেখাত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ। বিচ্ছেদ ও একাকিত্বের গভীর বেদনার ছাপ কবি প্রকাশ করতেন তাঁর কবিতায়, লেখায়। উপরোক্ত কবিতাটি তখনই লেখা, যা প্রকাশিত হয়েছিল স্মরণ কাব্যগ্রন্থে।

তিন কন্যা ও দুই পুত্রসন্তানের পিতা ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যুর পর আর মাত্র ২৮ বছর কবির ঔরসজাত বংশধরেরা বেঁচে ছিলেন। এই প্রবন্ধে মৃত্যুর দূত কীভাবে রবি ঠাকুরের পরিবারে হানা দিয়েছিল, পাঠককে তা জানাব। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির 'জমিদারপুত্র' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন খুলনার দক্ষিণ ডিহির মেয়ে ৯ বছরের ভবতারিণীকে, পরে রবি ঠাকুরই যাঁর নাম দেন মৃণালিনী দেবী। একেবারেই আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন এই মৃণালিনী। দিনের বড় একটা সময় তাঁর হেঁশেলেই কাটত। ভোজনরসিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর মৃণালিনীকে নতুন নতুন পদ রান্না করতে হতো। কবির বন্ধুবান্ধব যাঁরা আসতেন, সবাই 'বৌঠানের' রান্নার ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ - মৃণালিনীর দাম্পত্যজীবন ছিল মাত্র ১৯ বছরের। মৃত্যুর সময় মৃণালিনীর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর। ১৮৭৩ সালে তাঁর জন্ম, আর মৃত্যু ১৯০২ সালে।

মৃণালিনী অসুখে পড়লে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। চিকিৎসকেরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায়, 'শেষবার আমি যখন তাঁর শয্যাপাশে গেলাম, তখন তিনি কথাও বলতে পারেন না। আমাকে দেখে তাঁর গাল বেয়ে নীরব অশ্রুধারা বইতে লাগল।'

রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোট ভাই শমীন্দ্রনাথ তখন খুব ছোট। ওই রাতে তাঁদের তিন বোন বেলা, রানী ও মীরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। রাতে কেউ ঘুমাতে পারেননি। রথীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'একটা প্রচ্ছন্ন ভয় আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল।' তিনি লিখেছেন, 'চিলেকোঠা থেকে মায়ের ঘরটা দেখা যেত। খুব সকালে আমরা সেখানে গেলাম ও ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলাম। সারা ঘরে একটা অলক্ষুনে নীরবতা। যেন মৃত্যুর ছায়া সে রাতে গোপনে বাড়ির চারিধার মাড়িয়ে গেছে। কেউ বলে না দিলেও আমরা বুঝতে পারছিলাম যে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।' স্ত্রীর মৃত্যু ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবারে দুঃখের মিছিলের শুরু। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে স্কুলের কাজে যেই মনোনিবেশ করেছেন, অমনি মেজ কন্যা রানীর (রেনুকা দেবী) যক্ষ্মা। তখন এ রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। কবিগুরু মেয়েকে নিয়ে গেলেন প্রথমে হাজারিবাগ (ঝাড়খন্ড), পরে আলমোড়ার পাহাড়ে (উত্তরাখন্ড)। সেখানে রানীর স্বাস্থের কিছুটা উন্নতি হলো। তা দেখে রানীকে কলকাতায় নিয়ে এলেন কবি; কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আবার ফিরে এল যক্ষ্মা। এবার আরও শক্তিশালী রূপে। রানীকে বাঁচানো গেল না। স্ত্রীর মৃত্যুর ৯ মাসের মাথায় মেয়ে রানীকে হারালেন রবীন্দ্রনাথ। কবি এই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র ১০ বছর ৬ মাস বয়সে। রেনুকা বেঁচে ছিল মাত্র ১২ বছর সাত মাস। মাঝের সময়টুকু ছিল তাঁর দাম্পত্যজীবন। রেনুকার মৃত্যুর পর আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে স্কুলের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখনকার দিনে শিক্ষক খুঁজে পাওয়া ছিল বিরাট কঠিন কাজ। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রায়শ শিক্ষক বদলাতে হতো। নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে বাবা নিজেই

তাঁর প্রশিক্ষণের ভার নিতেন। তাঁকে শিখিয়ে-পড়িয়ে শান্তিনিকেতনের আদর্শের উপযুক্ত করে তুলতেন। তাঁর পরিচালনায় স্কুলের উন্নতি হতে লাগল। মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেল।' প্রসঙ্গত, রথীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম পাঁচ ছাত্রের একজন।

রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোট ভাই শমীন্দ্রনাথ তখন খুব ছোট। ওই রাতে তাঁদের তিন বোন বেলা, রানী ও মীরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। রাতে কেউ ঘুমাতে পারেননি। রথীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'একটা প্রচ্ছন্ন ভয় আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল।'

স্কুলের যখন এমন উন্নতি, তখনই রবীন্দ্রনাথের কাছে খবর এল পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তখন বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিরাট প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ পড়িমড়ি করে কলকাতায় ফিরে গেলেন। পিতাকে বাঁচানো গেল না। তবু রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ছাড়তে পারলেন না। কারণ ঠাকুর পরিবারের কর্তার মৃত্যু হয়েছে। বিষয় সম্পত্তির বিলিবণ্টনসহ নানা কিছু সামনে এল। মহর্ষির মৃত্যুর পর অপ্রত্যাশিতভাবে যৌথ পরিবারটি ভেঙে গেল। কারণ ঠাকুর পরিবারের কেউ আর একসঙ্গে থাকতে চাইলেন না।

ততদিনে রথীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গেছেন। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন। ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ ও ছোট কন্যা মীরা দেবীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ সময় শান্তিনিকেতনে থাকতেন। শমীন্দ্র ছিল কল্পনাপ্রবণ। পরিবারের সবার আশা ছিল, শমীন্দ্র একদিন পিতার মতোই বড় কবি হবে; কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। ছুটি কাটাতে বন্ধুদের সঙ্গে মুঙ্গের (বিহার) গিয়েছিল শমীন্দ্র। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হলো কলেরায়। তখনকার দিনে কলেরা ও যক্ষ্মার মতো রোগের চিকিৎসা ছিল না বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ মুঙ্গের পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর শমীন্দ্রর মৃত্যু হলো। তখন তাঁর বয়স ১১ বছর। পাঁচ বছর আগে মা যেদিন মারা গিয়েছিলেন, সেই একই দিনে মারা গেল শমীন্দ্র (২৩ নভেম্বর, ১৯০৭)।

স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় বাস করতেন রবীন্দ্রনাথের বড় কন্যা বেলা (মাধুরীলতা)। রানীর মতো এই বেলারও যক্ষ্মা ধরা পড়ল। বেলাকে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় একটু বেশি ভালোবাসতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অসুখ ধরা পড়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষণ বাবা তাঁর বিছানার পাশে থাকতেন। বাবা যে যত্ন করতেন আর যেভাবে তাঁকে আনন্দিত রাখতে রাখতে চেষ্টা করতেন, সম্ভবত কোনো নার্সই তা পারত না। বেলার লেখার হাত ভালো ছিল। বাবা কাহিনীর মসলা যোগান দিতেন আর তাঁকে দিয়ে গল্প লেখাতেন।'

বেলার মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে বড় আঘাত দিয়েছিল। মৃত্যুর সময় বেলার বয়স হয়েছিল ৩১ বছর ৬ মাস। তবে ছেলেমেয়েদের অসুস্থতা, একের পর এক মৃত্যু হলেও রবীন্দ্রনাথের কলম থেমে থাকেনি। মেজ কন্যা রানীকে যখন আরোগ্য লাভের আশায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন, সে সময়টায় তিনি লেখেন চোখের বালি ও 'নৌকাডুবি'র মতো উপন্যাস। একটি অধ্যায় লেখা হলেই তিনি পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতেন। নিজে যত দুঃখ—কষ্টের মধ্যে থাকুন না কেন, পত্রিকার সম্পাদকদের অপেক্ষায় রাখতেন না। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চারপাশের পরিবেশগত বা মানসিক এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও যে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ আর অন্যান্য লেখার স্রোত বয়ে গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা আর সৃষ্টির অদম্য তাড়না না থাকলে তা সম্ভব হতো না।'

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কবির পাঁচ পুত্র-কন্যার মধ্যে তিনজনবেলা, রানী ও শমীন্দ্র কবির জীবদ্দশাতেই মারা যান। রইলেন কেবল পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবী।

কবির বয়স তখন ৭১ বছর। এ সময় সব পরীক্ষা---নিরীক্ষায় নিশ্চিত হলো পুত্র রথীন্দ্রনাথের ঔরসে সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী সারা জীবন 'বাবা—মশায়ের' সেবাযত্ন করেই কাটিয়েছেন। রথীন্দ্রনাথ নন্দিনী (পুপে) নামের একটি মেয়েকে দত্তক নিলেন। এই নন্দিনীও নিঃসন্তান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মেয়ে মীরা আর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর বোন নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (বুড়ি) তখন রবীন্দ্রনাথের একমাত্র জীবিত বংশধর। জার্মানিতে পড়াশোনার সময় নীতিন্দ্রনাথ মারা যান ১৯৩২ সালের ৭ আগস্ট। আর নন্দিতাও নিঃসন্তান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হন ১৯৪১ সালে। এর কুড়ি বছর পর ১৯৬১ সালে মারা যান পুত্র রথীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৬৭ সালে মৃত্যু হয় নাতনি নন্দিতার। তখন কবির ঔরসজাত বংশধর ছিলেন কেবল কন্যা মীরা দেবী। এই মীরাও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন মেয়ের (নন্দিতা) মৃত্যুর দুই বছর পর, ১৯৬৯ সালে। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল কবির বংশধর।

সূত্র: 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ: কবির চান্দ। রথীন্দ্রনাথের 'অন দ্য এজেস অব টাইম' বইটির প্রথম অনুবাদ করেন ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। তিনি নামকরণ করেছিলেন 'পিতৃস্মৃতি'। কবির চান্দর অনুবাদে নাম হয় 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ'। প্রকাশক অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

রবীন্দ্র কবিতায় ভারত আত্মার মর্মবাণী

অনন্তকুমার সরকার

"বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া
রবি ধরেছে কায়া"

"ভারত আত্মার বাণী" পৃথিবীকে আলো দেখিয়েছে। বারতীয় ভাবাদর্শের চরম রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে। এক "গীতাঞ্জলী" তাঁকে মহিমান্বিত এবং গৌরবান্বিত করেছে। প্রারম্ভের কবিতাই তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রনিধানযোগ্য। হৃদয়ের ভক্তিতে কবি বললেন-"আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু। তোমার চরণ ধূলার তলে" এখানেই বিধৃত হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে ধুলার ধরনীতে আবির্ভূত হওয়া এক আলোকিত প্রাণপুরুষের শুভ পদার্পণ, শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর "বিদগ্ধ মাধব" নাটকে, যার কথা লিখেছেন সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানী দুই আত্মা এক তনুতে সঞ্জীবিত হল মধুময় মাধুর্যে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-"একটি নমস্কারে প্রভু। একটি নমস্কারে,। সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক। তোমার চরণ তলে"।

এক অভিনব ভাব উদ্দীপনায় বললেন-"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না"। সব ভাবতত্ত্বই লীলামাধুর্যে অভিনন্দিত হয়েছে জীবনের পরতে পরেতে। আত্মনিবেদনের মহাভাব কবির বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- "আমায় হাত ধরে নিয়ে চলো গো সখা, আমি যে পথ চিনি না।"

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাতে জীবন যখন সঠিক পথে। চলতে পারে না তখন হাহাকারে স্বভাবতঃই বের হয়ে আসে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে এই অসহায়ত্বের ভাব। জীবন রথের সারথীকে আহ্বান করা হয় "আমায় হাত ধরে নিয়ে চলো"। আমরা যখন বেদনা কাতর হই তখন কবির ভাবে বলি অর্থাৎ বিশ্বকবির চেতনা- "বধির যবনিকা তুলিয়া লও প্রভু। দেখাও তব চির আোক লোক। ওপারের সবই ভালো। সুখও আলো।" কবি বললেন-"অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাও"। স্বভাবতই জীব আলোর পিয়াসী। আলোকেই আশ্রয় করতে চায়। এই জীবনের অনন্ত পিপাসা প্রতিভাত হয়ে উঠুক সত সুন্দরের আরাধনায়। শ্রীগোবিন্তের কাছে প্রার্থনা- "পিপাসা দিলে তুমি। তুমিই দিলে ক্ষুধা। তোমারি কাছে আছে। শান্তি সুখ সুধা"।

একদা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস হৃদয়ে শান্তি পাচ্ছিলেন না- তখন নারদ মুনিকে প্রশ্ন করেছিলেন- "আপনারা তো বলেন কৃষ্ণ কথা শ্রণ করিলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে তবে আমি কেন শান্তি পাচ্ছি না? নারদমুনি চর্তুবর্গী - শ্লোক এবং "বাসুদেব মন্ত্র" প্রদান করেছিলেন। - ব্যাসদেব মন্ত্র জপ করার পর শ্রী বাসুদেব শ্রীমদ্ভাগবতম প্রদান করেছিলেন। ভারতীয় - আদর্শ মহিমা বিশ্বে প্রকটিত হল। ভারতবর্ষের চেতনা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কবি বলেছেন এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে "হেতা একদিন বিরামহীন। মহা ওংকারধ্বনি-। হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে। উঠেছিল রণরনি। তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া। বিভেদ ভুলিল জাগায়ে -তুলিল। একটি বিরাট হিয়া।" ভারতবর্ষ বহুদিন ধরে বিশ্বকে আহ্বান জানিয়েছে সমস্ত প্রকার বিভেদ এবং ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলে একই মানবতার পতাকা তলে সমবেত হয়ে এক মহান ঐক্যতান সৃষ্টির জন্য। "না চাহিলে তারে পাওয়া যায়" এই ভাবের দ্যোতনায় আমাদের হৃদয় আপ্লুত হয়। মহা বদান্যাতার যিনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ধরার ধূলিতে অবতীর্ন হলেন "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র নিয়ে যাকে উদ্দেশ্য করে "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণদাস। কবিরাজ গোস্বামী বললেন "বন্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমাম। যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণ নামাভি"। অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র নিয়ে অবতীর্ন হলেন মাটির পৃথিবীতে। কবি মনের মাধুরী মিশিয়ে গাইলেন- "কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।" বৈকুণ্ঠ বিহারী যে নাম কখনও অর্পণ করেন নাই সেই নাম অর্পণের জন্য তিনি অবতীর্ণ হলেন এই ধরাধামে।

রূপ গোস্বামী বললেন, "বিদগ্ধ মাধব" নাটকে "অনার্পিত চরিংচিরাত করণায় অবতীর্ণ কলৌ"। অসীম গগনের কবি বললেন "সীমার মাঝে অসীম তুমি। বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ। তাই এত মধুর"। সীমার মাঝে বিশ্বনিয়ন্তা অসীম হয়ে আমাদের হৃদয়ে আসেন। আবার দেখি কবির ভাবোক্তিতে "হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে। দেখতে তোমায় পাইনি"। "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে। তুমি যে আছ নয়নে নয়নে"।

মহাকবির কোন কোন ভাব আমাদের কাছে দুবোধ্য হতে পারে হতে পারে দুর্জেয় তথাপিও "সত্য" আমাদের হৃদয়কে সত্য সন্ধানে নিয়ে যায়। কবি বলেছেন-"রূপনারায়ণের কূলে জাগিয়া উঠিলাম। জানিলাম এ জগৎ মিথ্যা নয়।"

সত্য যে কঠিন- "কঠিনেরে ভালবাসিলাম সে কখনও করে না বঞ্চনা। আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন। সতেরে দারুন মূল্য লাভকরিবারে।" আমাদের স্বামীজি বিবেকানন্দ বলেছেন "সত্য"-এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। সত্য সুন্দরই ভগবান। ব্রজসুন্দর যিনি হলেন গৌরসুন্দর। কবির ভাবনায় মূর্ত হয়ে উঠলো- "প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে। প্লাবিত করিয়া নিখিল ভুবন দ্যুলকে। তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া। জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।"

শ্রীমদ্ভাগবতম মহান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে "ভগবানাপি- তা রাত্রি শারদোৎফুল্ল মল্লিকা। বীক্ষ্য রপ্ত মনশ্চক্রে যোগমায়া আশ্রিতম" শরৎকালীন পূর্ণিমা রজনী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে জাগিল গোপিনীদের সহিত তিনি রাসক্রীড়া করিবেন যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া। কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন-"আজিকে তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে"।

শিশুকালে মাতৃহারা রবীন্দ্রনাথ কেঁদেছেন মায়ের অভাবে সমগ্র জীবনে। চল্লিশ বৎসর বয়সে স্ত্রী মারা গেছে পরবর্তিতে বাবা, শিক্ষক, কন্যা সর্বশেষ ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। তাই বোধকরি কবি লিখলেন- "আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে। দিবস গেলে করবো নিবেদন।। আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।" "কর্ণ কুন্তী" সংবাদে মহাবীর কর্ণ-এর জীবনের চরম ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়-ব্যথাতুর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সখা দুর্যোধনের বিজয় গৌরব যে কর্ণ এনে দেবেন, সেই মহাবীর কর্ণের রথচক্র গ্রাস করলেন মেদিনী। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস- বেদনার পদাবলিতে বিধৃত হল। কান্নায় ভরে গেল জীবনের চলার পথ। অভাগিনী বিরহিনী মাতা কুন্তীর কান্না বুঝি কুরুক্ষেত্রকে কান্নার কুলে পৌঁছে দিল। বিশ্বকবি কবিতায় চিত্রায়িত করেছেন সন্ধ্যার পূর্বে সূর্যদেবের নিকট বন্দনারত মহাবীর কর্ণের হৃদয় নিঃসারিত ভক্তির প্রণামকালীন সময়ে কুন্তীদেবীর আবির্ভাব পুত্রের সন্নিকটে। বলেছিলেন পুত্রকে, "ফিরে চল পান্ডব শিবিরে আমি তোমার মা পুত্র তুমি আমার প্রথম"। মহাবীর কর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মায়ের ডাককে। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গিয়েছিলেন মাতা কুন্তিদেবী। পরদিবসে যুদ্ধকালীন সময়ে দেবে গেল রথের চাকা শুকনো ভূমিতে। ব্যর্থ হল সমস্ত প্রয়াস। নির্মমভাবে মাতৃদেবীকে বিদায়কালীন ভাবদ্যোতনা বিধৃত হল বিশ্বকবির লেখনিতে। শিশু রবীন্দ্রনাথ যেন মানয দৃষ্টিতে দেকলেন গঙ্গারঘাটে মাকে পোড়ানোর পর মা পুনরায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আর গেলেন না। এই বেদনাভাব সমগ্র জীবনে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে বিশ্বকবির। তিনি লিখলেন- "এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে। জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত"। আশাহীন কর্মরে উদ্যম, হেরিতেছি শূন্য পরিণাম। ভারতীয় আদর্শের মহিমা প্রকটিত হল মানব জীবনে। কখনও কখনও জীবনযুদ্ধে আমরা নির্মমভাবে পরাজিত হই কর্ণের মতো। "সোনার তরীতে জীবন স্রোতের কবি গাইলেন কাটিতে কাটিতে ধান এল বরসা। কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।" জীবনের কুলে কুলে যখন বর্ষার ভাঙন ধরে নিভে যায় প্রদীপ যখন যৌবন বাসরে প্রভাতের সূর্য যখন হয় মলিন- তখনই জীবনস্মৃতিতে ভেসে আসে বেদনার বাঁশরী। মহান সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে তিনি বললেন- "প্রথম দিনের সূর্য্য প্রশ্ন করেছিল / সত্তার নতুন আবির্ভাবে। কে তুমি?/মেলেনি উত্তর। বৎসরের পর বৎসর চলে গেল। দিবসের প্রথম সূর্য্য অস্ত গেল। আবারো প্রশ্ন। কে তুমি? মেলেনি উত্তর।" ভারত আত্মার অমর বাণীর রহস্য দুর্জেয়। অর্জুনও জানতে পারেননি কে তুমি? ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির জন্য আমরা সর্বদা প্রার্থনা করি। যখন তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হতে অসমর্থ হই- তখন কবির ভাবকে অবলম্বন করে বলি- "এবারে যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু। তবে এবার এ জীবনে তোমায় আমি পাইনি। সে কথা যেন রয় মনে।" রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের কথাটি তাঁর লেখনিতে বলেছেন। ভালবেসেছেন বাংলার মাটি মানুষকে তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে। ধরনীর ধূলিকনা তাঁর প্রাণের বিষয়। মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়েছেন ভালবাসার মাটিকে ছেড়ে যেতে এই বেদনায়- "গীতাঞ্জলী"তে বলেছেন- "যাওয়ার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই। যা দেখেছি যা পেয়েছি। তুলনা তার নাই।। এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্মরাজে। তারি মধু পান করেছি। ধন্য আমি তাই। যাওয়ার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।"

জীবনের নাট্যমঞ্চ হতে প্রস্থানের পূর্বে হৃদয়ে অনুভব করলেন বেদনা। ভাবমাধুর্যে বললেন- "এ বরের মত বসন্তগত জীবনে / হায় সখি যে রজনী যায়। তায় ফিরাইব কেমনে।" কবির আধ্যাত্মবাদ কবিকে যেন কোনও অজানার পথে নিয়ে যাচ্ছে। কার আহ্বান গীতি কবি যেন শুনেছেন হৃদয়ের মধ্যে। তিনি নিজ সুরে গাইলেন- "গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ। আমার মন ভুলায় রে।" রাস পূর্ণিমার রজনীতে শ্রীগোবিন্দ যেমন বাঁশী বাজিয়ে গোপিনীদের ডেকেছিলেন তেমনি এক ডাক- এক বাঁশীর সুর যেন তিনি শুনেছেন বিষণ্ণ অপরাহ্নে। এই আহ্বানগীতি তাঁর অন্তরকে আপ্লুত করেছে। অনুপম এই মাধুর্য্যে কবি বিমোহিত হয়েছেন। প্রকৃতির ভালবাসা কবিকে নিরুপম মাধুর্য্যতায় ভরিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, "সূর্যাস্তকালে নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে যে সূর্য্যাস্ত দেখে নাই সে বাংলার শোভা দেখে নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। নোবেল পুরস্কার বাঙালি জাতিকে তথা ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত গৌরবান্বিত করেছে। প্রণাম জানাই তাঁর আবির্ভাব দিনে ২৫শে বৈশাখে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বাম সমর্থিত বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে এক আন্দোলন র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

৪৫.৩১ কোটি টাকার মঙ্গলদোই-মাজিকুচি সড়ক প্রকল্প অনুমোদন করেছে ডোনার মন্ত্রক

নতুন দিল্লি, ০৭ আগষ্ট, ২০২৫, পিআইবি।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়ক পরিকাঠামোর উন্নতির লক্ষ্যে, ডোনার মন্ত্রক বুধবার (৬ আগস্ট, ২০২৫) আসামে ৪৫.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মঙ্গলদোই-মাজিকুচি সড়ক নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

উত্তর-পূর্ব বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (এনইএসআইডিএস)- আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

এই রাস্তাটি দরং জেলা সদর দপ্তর মঙ্গলদোই এবং উদালগুড়ি জেলা মহকুমা সদর দপ্তর ভেড়গাঁওয়ের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে।

এটি মঙ্গলদোই এবং ভেড়গাঁওয়ের মধ্যে দূরত্ব ৭.২ কিলোমিটার কমিয়ে আনবে।

এটি দেওমর্নয় কলেজ সহ ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশাধিকার উন্নত করবে।

এই রাস্তাটি পাথুরিঘাট কৃষক শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ এবং খোটোরা সাত্রা, ঐতিহাসিক লখিমপুর পুখুরি, রামগাঁও পুখুরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানগুলির সাথে যোগাযোগ উন্নত করবে।

উল্লেখযোগ্য যে, এনইএসআইডিএস (সড়ক) হল উত্তর-পূর্ব বিশেষ পরিবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (এনইএসআইডিএস) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা ভারতের এই অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ভারত সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত, এনইএসআইডিএস সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ডোনার মন্ত্রক কর্তৃক সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করা হয়।

ডোনার মন্ত্রক চারটি প্রধান প্রকল্পের মাধ্যমে এই অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলি হল পিএম-ডিভাইন প্রকল্প, উত্তর-পূর্ব বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (এনইএসআইডিএস)- সড়ক, উত্তর-পূর্ব বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (এনইএসআইডিএস)) - ওটিআরআই, এবং উত্তর-পূর্ব কাউন্সিল প্রকল্প (এনইসি)।

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ কংগ্রেস সভাপতির, ট্রাম্পের ৫০শতাংশ শুল্ক চাপকে "জাতীয় পররাষ্ট্র নীতির বিপর্যয়" বলে উল্লেখ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ু বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে বৃহস্পতিবার মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তকে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম বড় ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, "ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ মোদি সরকারের দিশাহীন ও নিষ্ক্রিয় কূটনীতির পরিণাম।" খড়গে দাবি করেন, সরকার ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ট্রাম্প প্রশাসন প্রথমে ১ আগস্ট ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ু শুল্ক আরোপ করে এবং পরে আরও ২৫ু বাড়িয়ে মোট ৫০ু শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। বিশেষ করে ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে তেল বাণিজ্যকে লক্ষ্য করেই এই বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। খড়গে বলেন, এই শুল্ক ভারতের উপর বিশাল আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। "২০২৪ সালে ভারতের মার্কিন রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭.৫১ লক্ষ কোটি। ৫০ু শুল্ক মানে ৩.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার বাড়তি বোঝা," তিনি উল্লেখ করেন।

এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে কংগ্রেস সভাপতি মোদিকে সরাসরি নিশানা করে বলেন, "আপনার সরকার শুধু ব্যর্থ নয়, নির্বিকার। ট্রাম্প বহুবার যুদ্ধবিরতির দায়িত্ব নেওয়ার দাবি করেছেন, আপনি একবারও প্রতিবাদ করেননি। ব্রিকস বৈঠকে ট্রাম্প যখন ব্রিকসকে 'মৃত' ঘোষণা করেন, আপনি পাশে বসে হাসছিলেন। ট্রাম্প মাসের পর মাস পারস্পরিক শুল্ক-এর কথা বলে আসছেন, অথচ আপনি বাজেটে কোনও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেননি।" খড়গে আরও অভিযোগ করেন, মোদি সরকারের মন্ত্রীরা বহুবার আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির কথা বললেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, "৬ মাস সময় পেয়েও আপনি কোনও বাণিজ্য চুক্তি করতে পারেননি। এখন ট্রাম্প আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন, কিন্তু আপনি নিশ্চুপ।" তিনি সতর্ক করেন যে এই শুল্কের ফলে এমএসএমই, কৃষি, দুগ্ধ শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, রত্ন ও গহনা, পেট্রোলিয়াম, ওষুধ এবং সুতি কাপড় শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে "দুঃখজনক" বলে আখ্যা দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে, যা অন্য অনেক দেশও নিজেদের জাতীয় স্বার্থে করছে। ভারত তার জাতীয় স্বার্থে পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না।"

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইতিমধ্যেই নির্বাহী আদেশে এই অতিরিক্ত ২৫ু শুল্ক স্বাক্ষর করেছেন। প্রথম ২৫ু শুল্ক কার্যকর হবে ৭ আগস্ট ২০২৫ থেকে এবং দ্বিতীয় দফার শুল্ক শুরু হবে ২১ দিন পর। এই পরিস্থিতিতে ভারতের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে, এবং বিরোধী দল এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে মোদি সরকারকে আরও চাপে ফেলছে।

Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকার, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক Post Matric Scholarship, Pre-Matric Scholarship for Class IX & X এবং Pre-Matric Scholarship to the Children of Those engaged in occupation involving cleaning and prone to Health Hazards- এর ২০২৫-২৬ অর্থ বর্ষের জন্য ত্রিপুরায় বসবাসকারী সকল SC ছাত্র/ছাত্রী এবং সাফাই কাজের সঙ্গে নিযুক্ত পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীদের National Scholarship Portal (https://scholarship.gov.in)-এর মাধ্যমে online application করার জন্য National Informatics Centre, Govt. of India দ্বারা উক্ত Portal টি open করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসকারী তপশিলী জাতি যুক্ত সকল ছাত্র/ছাত্রীদের নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে online application করার আহ্বান করা হচ্ছে।

Sl.No	Name of Schemes	Period for online application submission by the SC students	Period for Institute level verification
i)	Post Matric Scholarship to SC students	08/08/2025 to 15/01/2026	08/08/2025 to 25/01/2026
ii)	Pre-Matric Scholarship for to students Class IX & X	08/08/2025 to 15/01/2026	08/08/2025 to 25/01/2026
iii)	Post Matric Scholarship to SC students	08/08/2025 to 15/01/2026	08/08/2025 to 25/01/2026

[illegible] Print Copy [illegible] Print Copy- [illegible] online application [illegible]

[illegible] Bank Account [illegible] Aadhar seeding [illegible] Scholarship [illegible]

[illegible] Verification [illegible]

[illegible] NSP 2.0 [illegible] (2nd time) [illegible] Scholarship Portal re-open [illegible]

[illegible] website: www.scw.tripura.gov.in [illegible]

ICA/D-711/25

(TCS, SSG)
অধিকর্তা,
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

১০০ শতাংশ এফডিআই, নতুন স্টেশন এবং নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে এলএনজি ব্যবহার বৃদ্ধি করছে সরকার

নতুন দিল্লি, ০৭ আগষ্ট, ২০২৫, পিআইবি।। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা মেটানো হয় অভ্যন্তরীণভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পাশাপাশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করার মাধ্যমে। সরকার গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এলএনজির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। এর মধ্যে রয়েছে, এলএনজি টার্মিনাল, এলএনজি আমদানির জন্য ওপেন জেনারেল লাইসেন্সিং (ওজিএল) বিভাগ ইত্যাদি সহ এলএনজি পরিকাঠামো স্থাপনের জন্য ১০০ু স্বয়ংক্রিয় রুটের অধীনে ১০০ু বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) অনুমোদন করা। আজ অবধি, আটটি (৮)টি এলএনজি পুনঃগ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল কার্যকর রয়েছে যার ক্ষমতা প্রায় ৫২.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রতি বছর (এমএমটিপিএ)।

সরকার গোল্ডেন কোয়াড্রিলেটারাল, জাতীয় মহাসড়ক, পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়ক, উত্তর-দক্ষিণ মহাসড়ক এবং ভারতের প্রধান খনিজ ক্লাস্টারগুলিতে এলএনজি স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলি এখনও পর্যন্ত ১৩টি এলএনজি খুচরা স্টেশন চালু করেছে। এছাড়াও, বেসরকারি সংস্থার মালিকানাধীন ১৬টি এলএনজি খুচরা স্টেশনও চালু রয়েছে।

পরিবহন জ্বালানি হিসেবে এলএনজির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ:

সরকার কর্তৃক এলএনজিকে পরিবহন জ্বালানি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এলএনজি যানবাহনের নির্গমন মানও এই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

সরকার স্ট্যাটিক অ্যান্ড মোবাইল প্রেসার ভেসেল (আনফায়ারড) (সংশোধন) বিধিমালা, ২০২৫ সংশোধন করেছে যাতে স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন বা কম্প্রেশন ইগনিশন ধরণের অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন ধারণকারী এলএনজি জ্বালানিচালিত যানবাহনগুলিকে বিপজ্জনক এলাকায়, রেলওয়ে, খনি, জলপথ, পরীক্ষাগার ইত্যাদি পরিবহন-বহির্ভূত ক্ষেত্রে এলএনজি মোবাইল বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়।

পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড (পিএনজিআরবি) ২০২০ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যেখানে তারা পিএনজিআরবি-র সিজিডি অনুমোদন নির্বিশেষে একটি প্রতিষ্ঠানকে এলএনজি আরও (খুচরা আউটলেট) স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। (তবে, এটি কেবল পরিবহন খাতে তরল অবস্থায় এলএনজি বিতরণের জন্য এলএনজি স্টেশন স্থাপন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস মন্ত্রকের রাজ্যমন্ত্রী শ্রী সুরেশ গোপী আজ লোকসভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 20/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Establishment of Centre of Excellence for flower at Lembucherra/S.H:-Const. of entrance road. (28/AGRI/EE(WEST)/2025-26)	Rs. 14,72,137/-	Rs. 29,443/-	Up to 20/08/2025 AT 2.00 PM	On 20/08/2025 AT 3.00 PM (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1784/25

For and on behalf of Governor of Tripura
(Dr. Debasis Deb) Executive Engineer (West Div-I)
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

PNIT No. F. 15/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2025-26 date: 01-08-2025

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online Item rate e-tender for the following works:

Sl. No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIT No: 38/EE/PWD(R&B)/KHW/2025-26	₹ 11,13,750.00	₹ 22,275.00	02(Two) Years

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1791/25

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

EDUCATIONAL NOTIFICATION FOR ADMISSION IN THE CATEGORY OF LATERAL ENTRY IN B.PHARM 2ND YEAR COURSE IN RIPSAT, 2025-26.

Applications are invited from the qualified candidates of Tripura for admission in **03 (three)** number of seats in Bachelor of Pharmacy (2nd Year) course for the academic year 2025-26 in 'Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology' (RIPSAT), Abhoynagar, Agartala, Tripura.

Sl. No	Category	Number of Seats
01.	Lateral Entry in Bachelor of Pharmacy 2nd Year course	03 (three)

03 (three) number of seats will be filled up from the students of RIPSAT who hold **1st, 2nd, 3rd**, Rank respectively in the D.Pharm Final Examination in the preceding year. In case, any rank holder amongst the 1st, 2nd and 3rd rank are not interested to take admission, then the opportunity will be extended to the next rank holder i.e. the 4th rank holder and onwards of D.Pharm Final Examination in the preceding year.

The admission qualification for lateral entry to B.Pharm course in RIPSAT will be as per the latest guidelines of Pharmacy Council of India, New Delhi and existing norms of Government of Tripura, if any.

The application form for eligible candidate shall contain the following particulars

1. The name of the candidates
2. Father's Name/ Husband's name
3. Present address/Permanent Address
4. Category
5. Madhyamik Admit Card as a proof of Date of Birth of the candidate.
6. Qualification certificate
7. D. Pharm Mark sheets
8. D. Pharm Certificate.
9. Valid Pharmacist Registration Certificate in Original.
10. Permanent Resident Certificate of Tripura

The filled-up application with photo copies of relevant documents as prescribed in the particulars stated above must reach this Directorate on or before **14-08-2025, 4PM.**

ICA/D-712/25

[Prof. (Dr.)H.P.Sarma]
In Charge, Director of Medical Education,
Government of Tripura, Agartala.

বিশালগড় পৌরসভার অন্তর্গত নারাউরা নিবাসী চিন্তাহরণ ঘোষ, পিতা - মৃত নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, নামে কোন ব্যক্তি যদি থাকেন অথবা উনার ওয়ারিশ হিসেবে যদি কেউ থাকেন, তাহলে আগামী ১৪/০৮/২০২৫ ইং বেলা ১১ ঘটিকায় যথা সময়ে সিপাহীজলা জেলা শাসক অফিসে শুনানির সময় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইতি
ভোলা ঘোষ
পিতা - মৃত উমেশ চন্দ্র ঘোষ
বিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা,৭৯৯১০২

This is for information to the Food Business Operators (FBOs) that State Appellate Tribunal of Tripura notified vide No.F.13(1-34)-DFWPM/PFA/2010 dated 23/05/2012 is existing.

Sl No.	Name of the Officials	Area of Jurisdication
1	District Judge of Judicial District, not Tripura as "Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal"	Unakoti, North & Dhalai District
2	District Judge of Judicial District, South Tripura as "Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal"	Gomati & South District
3	District Judge of Judicial District, West Tripura as "Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal"	West, Sepahijala & Khowai District

ICA/D-700/25

Commissioner of Food Safety,
(Secretary, Health & Family Welfare)
Government of Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 07/EE/DWS/AGT-II/2025-26 Dated- 04.08.2025

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the
of appropriate class registered with eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class the approved and PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the works as detailed below:-

Sl No	Name of Work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No: 25/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹ 9,70,715.00	₹ 19,414.00	90 Days	₹.1,000.00
2	DNIe-T No: 26/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹ 9,65,073.00	₹.19,301.00	180 Days	₹.1,000.00
3	DNIe-T No: 07/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26.(2nd call)	₹ 22,81,337.00	₹ 45,627.00	120 Days	₹.1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-04/08/2025 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-18/08/2025 upto 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid-18/08/2025 after 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inas well as office of the undersigned at free of cost.
The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.
For and on behalf of the Governor of Tripura"
ICA/C 1796/25

(Er. K. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone – 0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F.150Mech. Div./AMC/2014/7760-62 **Dt. 06/08/2025**

E-Tender

Press Notice Inviting No. 05/PNIT/Mech. Div./AMC/2025, Date: 06/08/2025

E-Tender is hereby invited on behalf Hon'ble Mayor. Agartala Municipal Corporation to receive the rate contract for the following item from the experienced agencies.

Sl No.	Item	Application Fees in Rs.	EMD in Rs.	Date of Opening of Technical Bid
1	Procurement of Solid Tyre for Skid Steer Loader (Doosan make Bobcat 5450/5130/5135 and Case make 5130B)	Rs. 2000/-	Rs. 10000/-	14/08/2025 at 5:30 PM

The tender details shall have to be downloaded from website **http://tripuratenders.gov.in** from 07/08/2025 for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids through online in the above website. Bids must be submitted online on or before 5.00 p.m. on 14/08/2025, Bids received online shall be opened on 14/08/2025 at 6 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be paid as per online bidding procedure. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Sd/-Illegible
(Er. Chinmoy Chakraborty)
Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T No:03/EE/DWS/AMC/2025-26 **Dated : 02-08-2025**

The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work.

Sl No.	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	05/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs.7,21,05,578.00	Rs.14,42,112.00	365 days
2	06/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs.8,54,01,960.00	Rs.17,08,039.00	
3	07/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs.6,67,86,583.00	Rs.113,35,732.00	

1. Last time and date of submission of Bid : **22-08-2025. 15.00 Hrs**
2. **Time and date of Opening of Bid : 22-08-2025 At 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can obtain from website **https://tripuratenders.gov.in.**

Sd/-Illegible
Executive Engineer
DWS Division
Agartala Municipal Corportaion

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চকোলেটের ইতিকথা

কেয়া চট্টোপাধ্যায়

লাল, নীল রঙিন মোড়কের সারি। মোড়ক খুললেই লোভনীয় নানান স্বাদের বাদামি, মিষ্টি, খাদ্যদ্রব্য। কোনোটা ফ্রুট অ্যান্ড নাট, কোনোটা আবার মিল্ক চকোলেট। অনেকের আবার পছন্দ ডার্ক চকোলেট বা হোয়াইট চকোলেট। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে চকোলেটের আকার, আকৃতি ও স্বাদের পরিভাষা। তবে এই চকোলেট কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে মিষ্টি দ্রব্য হিসেবে একেবারেই ব্যবহৃত হত না। বরং এটিকে ব্যবহার করা হত ওষুধ হিসেবে। আশ্চর্য ব্যাপার! তাই না? বেশ তাহলে কিছুক্ষণের জন্য সময় সরণিতে পিছিয়ে যাওয়া যাক, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের মেসো-আমেরিকান সভ্যতায়। চকোলেটের উৎপত্তি তো এদের হাত ধরেই।

আমাজন রেনফরেস্টের স্থানীয় উদ্ভিদের মধ্যে একটি হল কাকাও গাছ। এর ফল থেকে পাওয়া যায় কোকোয়া বিন্স যেটি এই ফলের বীজ। এই বীজকেই শুকিয়ে গুঁড়ো করে এবং আরও নানাধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে তৈরি হয় শুকনো চকোলেট। তবে প্রথমদিকে চকোলেট এখনকার মতো শক্ত বানিয়ে খাওয়া হত না। অল্মেক সভ্যতার মানুষরা প্রথম কোকো বিন্স থেকে পানীয় তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর কয়েক শতাব্দী পরে, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতার বিকাশ ও পরিব্যাপ্তি ঘটে। এই দুই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শন, ছবি ও লিপি থেকে বোঝা যায় এই সময় এক বিশেষ ধরনের পানীয় বিভিন্ন ধার্মিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পান করার চল ছিল। এই পানীয়কে এরা এতটাই পবিত্র বলে মানত যে কোকোয়া বিন্সকে তারা ঈশ্বরের উপহার বলে মনে করত। এই পানীয় আর কিছুই নয় কোকোয়া বিন্স আর জলের মিশ্রণে তৈরি একটি বিশেষ তিক্ত পানীয়। তবে মহিলা বা শিশুদের এই পানীয় পান করার অনুমতি ছিল না। মনে করা হত এই পানীয়ের তীব্র প্রভাব সহ্য করার মতো শক্তি তাদের নেই। তাছাড়া কোকোয়া বিন্স বিনিময় প্রথা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উপহার ও ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার করা হত।

১৫০২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ক্রিস্টোফার কলোম্বাসের জাহাজ মায়ান সভ্যতার কোকো বিন্স বোঝাই একটি নৌকা আটক করে। এই বিন্সগুলি তারা নিয়ে যাচ্ছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তবে দূরদর্শী কলোম্বাস সেই সময় এই 'mysterious looking almonds' বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোকো বিন্সের মাহাত্ম্য আমাজনের জঙ্গলের ছোট্ট গণ্ডি ছেড়ে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পরে স্প্যানিশ যোদ্ধা এরনান করতেসের হাত ধরে। করতেস ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় মন্তেজুমা-র দরবারে প্রথম তরল চকোলেট পান করেন এবং মুগ্ধ হন। ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই বিন্সগুলিকে স্পেনের তৎকালীন রাজাকে উপহার স্বরূপ দান করেন। রাজ রন্ধনশালায় কোকো বিন্সের তিক্ত পানীয়কে পানযোগ্য করার জন্য তাতে মেশানো হল চিনি ও মধু। ব্যস, এক অনামি দ্বীপের রহস্যময় ফলের জয়জয়কার ছড়িয়ে পড়ল গোটা স্পেনময়।

চকোলেটের সুখ্যাতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল ইতালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে। এতদিন পর্যন্ত চকোলেটকে উষ্ণ পানীয় হিসেবেই পান করা হত। ইংল্যান্ডের লন্ডনে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে এক ফরাসি নাগরিক প্রথম নিরেট চকোলেট বিক্রি করা শুরু করেন। সেই সময় এই চকোলেটের মূল্য ছিল ১৫ শিলিং যে মূল্য সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ক্রমে ক্রমে চকোলেট অভিজাত পরিবার এবং ক্যাথলিকদের শৌখিন পানীয়ে পরিণত হল। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি প্রাতঃরাশ বা রাত্রির ভোজনে চকোলেট খেতে শুরু করল। ইতিমধ্যেই চকোলেটের গুণাগুণ সম্পর্কিত খবরাখবর চারিদিকে চাউর হয়ে গেছে। ফলে দ্বিগুণ আমদানি মূল্যের ভার বহন করা সত্ত্বেও দেশগুলিতে চকোলেটের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে বিশ্বের প্রথম চকোলেট ফ্যাক্টরি চালু হয় ফ্রান্সিস লুই কেলারের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে আরও অনেক ব্যাক্তির অবদানের ফলে এই ফ্যাক্টরির উন্নতি সাধন হয়। এটিই এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন ও বিখ্যাত চকোলেট ফ্যাক্টরি। চকোলেটের এই দীর্ঘ ইতিহাসের উপর একটা গোটা মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে সুইজারল্যান্ডের লিন্ট চকোলেট ফ্যাক্টরিতে। এখানে যেমন অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতিতে দর্শকদের জানানো হচ্ছে মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতা থেকে বর্তমান চকোলেটের ইতিহাস তেমনি দর্শকদের জন্য সাজানো রয়েছে সেই সময়ে ব্যবহৃত চকোলেট প্রস্তুতকারী মেশিনগুলির নিদর্শন থেকে শুরু করে প্যাকেজিং, র‍্যাপার ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, এখানে বিনামূল্যে নানা স্বাদের চকোলেটের স্বাদ নেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে শুধুমাত্র সুইস চকোলেট নয় বেলজিয়ান চকোলেটেরও কিন্তু বিশ্বজোড়া নাম। আবার স্কটল্যান্ডের ঘরে ঘরে কুটির -শিল্পের মতো গড়ে উঠেছে চকোলেট শিল্প। বিশ্ব জুড়ে বহু ব্যবসায়ীরা রঙিন মোড়কে সজ্জিত করে চকোলেট পৌঁছে দিচ্ছেন আমাদের অন্দরমহলে। তবে এই সুমিষ্ট খাদ্যটির স্বাদের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে ভুললে চলবে না যে, এই চকোলেট শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু দরিদ্র মানুষের শ্রম। বাজার ধরে রাখার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলি ঘানা, আফ্রিকা ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া দেশের শ্রমিক ও শিশুদের দিয়েও কোকোয়া চাষে বাধ্য করাতো। সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য এই কাজ একপ্রকার দাসত্বে পরিণত হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যম এই খবরটি প্রচারের আলোয় আনার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্মম প্রথা আইন প্রণয়ন করে বন্ধ করা হয়। পৃথিবীর যা কিছু ভালো, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে অন্ধকার। চকোলেটের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

লাউয়ের হালুয়া

লাউয়ের পুষ্টিগুণের কথা সকলেই কম-বেশি জানেন। এই সব্জিতে যে পরিমাণ ভিটামিন, ফাইবার ও খনিজ রয়েছে, তা অন্য কোনও সব্জিতে নেই বললেই চলে। যে কারণে স্বাস্থ্যের নানা সমস্যায় লাউ দারুণ উপকারী। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে। তাছাড়া, শরীর ঠান্ডা রাখতে এবং শরীরে জলের চাহিদা পূরণে লাউ খুব উপকারী। লাউ চিংড়ি হোক কিংবা নিরামিষ লাউ ঘণ্ট বা পায়েশ, বাঙালি রান্নায় লাউয়ের বিস্তার সর্বত্রই। এবার চেখে দেখুন লাউয়ের হালুয়া। ভিন্ন স্বাদের এই রেসিপি রুটি বা পরোটার সঙ্গে খেতে বেশ ভালোই লাগে।

উপকরণ:-

একটা বড় সাইজের লাউ,
হাফ লিটার দুধ,
কিশমিশ ও কাজুবাদাম,
এক চিমটে কেশর,
এলাচ গুঁড়ো সামান্য,
ঘি পরিমাণমতো,
স্বাদ অনুযায়ী চিনি।

পদ্ধতি:- লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে একেবারে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে ফেলুন। চেপে চেপে লাউয়ের অতিরিক্ত জলটা বের করে দিন। হালকা গরম জলে কয়েক মিনিট কেশর ভিজিয়ে রেখে দিন। কড়াইতে পরিমাণমতো ঘি গরম করে কাজুবাদাম ও কিশমিশ ভেজে তুলে নিন। তারপর কড়াইতে আরও একটু ঘি দিয়ে লাউ দিয়ে দিন। এরপর নাড়াচাড়া করতে থাকুন। কম আঁচে বেশ কিছুক্ষণ ভাজার পর লাউ নরম হয়ে এলে ওর মধ্যে দুধ দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ ফোটান। মিনিট ২০ পর লাউ দুধের সঙ্গে একেবারে মিশে গেলে চিনি দিয়ে দিন। কেশর জলও দিয়ে দেবেন। হালুয়া একেবারে ঘন হয়ে এলে কাজুবাদাম ও কিশমিশ মিশিয়ে দিন। এলাচ গুঁড়োও দিয়ে দেবেন। সব উপকরণ ভালো ভাবে মিশিয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন মজাদার লাউয়ের হালুয়া।

ত্বক এবং চুলের যত্ন নিতে ব্যবহার করুন কমলালেবু

ত্বকের যত্ন নিতে আমাদের রোজ কত কি না করতে হয়। আর যারা মেক আপ করেন, তাদের ত্বক তাড়াতাড়ি খারাপ হয়। আর মেক আপ তোলার পর তুলো দিয়ে মুখে গোলাপ জল লাগিয়ে থাকেন। আবার অনেকেই রাতে শোয়ার সময় ত্বক নরম রাখার জন্য ব্যবহার করেন। সাবানের বদলে মুখ পরিস্কার করতে ব্যবহার করতে পারেন অ্যারোমেটিক ফেসওয়াশ বা আয়ুর্বেদিক ফেসওয়াশ। তবে ত্বক উজ্জ্বল রাখতে ব্যবহার করতে পারেন কমলালেবু। শুধু ত্বক কেন চুল, নখ সব দিকে থেকেই উপকারি এই লেবু।

১) ব্রণের সমস্যা কমাতে কমলার খোসার পেস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। ২)ময়দা, কমলার রস, কমলার খোসা মিশিয়ে মালিশ করলে ত্বকের ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ৩)দই ও কমলা লেবুর খোসা মিশিয়ে আলতোভাবে মালিশ করলে ব্ল্যাকহেডস দূর হয়।

৪) রোদে পোড়া ভাব দূর করতে দুধ অথবা দইয়ের সঙ্গে কমলার খোসা মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারলে দারুণ ফল মিলবে।

৫) চুলে ব্যবহার করলে এই রস খুশকি দূর হবে এবং চুল সিল্কি হবে। ৬)নক ভালো রাখতে, নখের ওপর ঘষলেও দারুন উপকার পাওয়া যায়। মুখের যত্নে নানারকম ফেসপ্যাক ব্যবহার করে থাকি। তবে ঘরোয়া ফেস প্যাক এর কোনো তুলনা হয়না। মুখের চামড়া সুস্থ রাখার জন্যে সবজি আর ফল বেশী করে খেতে হবে। আর মুখ বার বার ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আর মেক আপ তোলার পর তুলো দিয়ে মুখে গোলাপ জল লাগাতে পারেন।

আমের মালপোয়া

আমের মরশুম কিন্তু প্রায় সারাবছরই থাকে। আমের মরশুমে ভোজন রসিক বাঙালির পাতে কয়েক ফালি পাকা আম না পড়লে যেন খাওয়া সম্পূর্ণ হয় না। তবে পাকা আম শুধু খাওয়া ছাড়াও তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পদও বানাতে পারেন, যেমন — দই, মিষ্টি, পুডিং, শেক, কেক, আইসক্রিম, ইত্যাদি। কিন্তু আমের মালপোয়া খেয়েছেন কখনো? তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই আমের মালপোয়া।

উপকরণ:-

একটা মাঝারি সাইজের পাকা আম
৩/৪ কাপ ময়দা
ময়দার অর্ধেক পরিমাণ সুজি
দুধ পরিমাণমতো
জল পরিমাণমতো
১৫০ গ্রাম চিনি

প্রণালী:- আম ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে মিক্সারে মিহি করে পেস্ট করে নিন। এরপর পেস্টটি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। আমের পাল্পে ছোটো বাটির এক বাটি ময়দা, হাফ বাটি সুজি দিয়ে মেশান ভাল ভাবে। এবার অল্প অল্প করে দুধ ঢেলে মেশাতে থাকুন। একেবারে ঘন থকথকে ব্যাটার তৈরি করুন। তারপর ১৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। ব্যাটার খুব ঘন হয়ে গেলে আরেকটু দুধ দিয়ে ব্যাটারটি পাতলা করে নিতে পারেন, তবে খুব বেশি পাতলা করবেন না। এবার কড়াইতে চিনি ও জল দিয়ে ভাল ভাবে ফুটিয়ে সুগার সিরাপ বানিয়ে নিন। চিনি পুরো গলে না যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। রস ফুটে গাঢ় হলে নামিয়ে নিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম করে হাতার সাহায্যে অল্প অল্প করে মিশ্রণ তেলে ছেড়ে মালপোয়াগুলি ভেজে নিন। মালপোয়াগুলি ভাজা হলে চিনির রসে ডুবিয়ে নিন। প্রতিটি মালপোয়া চিনির রসে ৪-৫ মিনিট রাখুন। একবার করে মালপোয়াগুলো উল্টে দেবেন। পরিবেশন করার আগে কাজু ও পেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন আমের মালপোয়া।

চুল পড়া থেকে খুশকির সমস্যায় ল্যাভেন্ডার তেলের গুণাগুণ

নরম মসৃণ চুল, অকালে টাক পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ ও চুলের পাক ধরা ঠেকাতে সকলেই চান। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা। চুলের যত্নে প্রথমেই আসে তেলের কথা। কিন্তু আজকাল অনেকেই তেল লাগাতে পছন্দ করেন না। শুষ্ক চুলে, চুল পড়া রোধ, সবেতেই কার্যকরী তেল। একটা সময় চুলের যত্নে শুধুমাত্র নারকেল তেলেরই ব্যবহার হয়। কিন্তু কয়েক বছরে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এসেনশিয়াল অয়েল। এ সব প্রাকৃতিক তেলের গুণে স্ক্যাল্প ও চুলের নানা সমস্যার সমাধান হয় নিমেষেই। এই প্রাকৃতিক তেলের তালিকায় অন্যতম হল ল্যাভেন্ডার অয়েল। জানা গিয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে, ল্যাভেন্ডার তেল চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করে, খুশকি কমায় এবং চুলের জেল্লাও বাড়ায়। চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে- গবেষণায় দেখা গেছে, চার সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন একবার ল্যাভেন্ডার তেল ব্যবহার করলেই উপকার পাওয়া যায়। এবং হেয়ার ফলিকলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পৌঁছায়। রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। ফলে চুলের বৃদ্ধি হয়। রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়- স্ক্যাল্পে ল্যাভেন্ডার তেল ম্যাসাজ করলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। এতে মাথার ত্বক সুস্থ থাকে এবং ফলিকলে পুষ্টি পৌঁছায়। যার ফলে চুল মজবুত হয় এবং চুল পড়াও কমে। উকুনের সমস্যা কমে- উকুন হওয়া খুবই বিপজ্জনক। উকুনের সমস্যা সমাধানেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ল্যাভেন্ডার অয়েল। ল্যাভেন্ডার তেলের সঙ্গে টি ট্রি অয়েলের মিশিয়ে লাগালে উকুনের সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণ ল্যাভেন্ডার তেলে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণ। এটি ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক ইনফেকশন রোধে খুবই কার্যকর। ফলে স্ক্যাল্পে চুলকানি, খুশকি এবং অন্যান্য সংক্রমণ কমাতে এই তেল বিশেষ ভাবে কার্যকরি। স্ট্রেস দূর করে, উদ্বেগ চুল ঝরার অন্যতম কারণ।

চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা

ভোজনরসিক বাঙালির মাছ ছাড়া খুব একটা চলে না। সামনে যে খাবারই থাকুক না কেন, তাঁরা তৃপ্তি করে খান। খাদ্যপ্রেমী বাঙালির জন্য রইল চিংড়ির মাছের মুইঠ্যা। চিতল মাছের মুইঠ্যা প্রায় সকলেই খেয়েছেন। কিন্তু চিংড়ির মুইঠ্যা হয়তো অনেকেরই অজানা। এবার চেখে দেখুন চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা। জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই সহজ রেসিপি।

উপকরণ:- ৫০০ গ্রাম মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ
আলু সেদ্ধ
পেঁয়াজ ও রসুন কুচি
১টি টম্যাটো কুচি
আদা কুচি আদা
রসুন বাটা
কাঁচা লঙ্কা বাটা
লঙ্কা গুঁড়ো
হলুদ গুঁড়ো
ধনে গুঁড়ো
নারকেল দুধ
পাতিলেবুর রস
কয়েকটা কাজুবাদাম
গোটা গরম মশলা
১টা তেজপাতা
ধনেপাতা কুচি
স্বাদমতো চিনি ও নুন

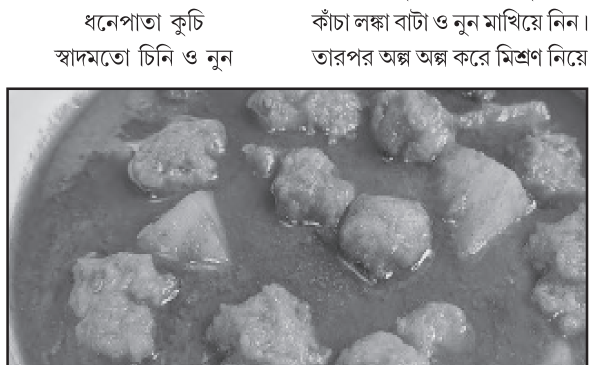

পরিমাণমতো সর্ষে তেল

পদ্ধতি:- চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর চিংড়িমাছগুলোকে মিক্সিতে ভালো করে বেটে নিন। চিংড়ির সঙ্গে আলু সেদ্ধ, ধনেপাতা কুচি, আদা ও রসুন বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লেবুর রস, কাঁচা লঙ্কা বাটা ও নুন মাখিয়ে নিন। তারপর অল্প অল্প করে মিশ্রণ নিয়ে বড়ার মতো গড়ে নিন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি হালকা ভেজে নিন। তারপর তাতে দিয়ে দিন কাজুবাদাম ও টম্যাটো কুচি। আরও একটু ভেজে নিন সবকটা উপকরণ। তারপর অন্য পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা করে নিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সিতে পেস্ট বানিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে তেজপাতা ও গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। এরপর সব বাটা মশলা দিয়ে দিন। বাটা মশলা হালকা ভেজে নিয়ে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিন। সামান্য জলও দেবেন। এবার মশলা ভালো করে কষাতে থাকুন। মশলা কষাতে কষাতে তেল ছেড়ে এলে নারকেলের দুধ দিয়ে ঝোল ফুটতে দিন। চিংড়ির বড়াগুলো ঝোলে ছেড়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে ফুটতে দিন। তারপর আঁচ বন্ধ করে ওপরে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। এরপর গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা।

চিকেনের ভিন্ন স্বাদের রেসিপি

চিকেন যে ভাবেই রান্না করা হোক না কেন সবাই খুব চেটে পুটেই খাবে। সেটা ভাত হোক বা রুটি, পরোটা যে কোনও কিছুর সঙ্গে খেতেও বেশ ভাল লাগে। তবে মাঝেমধ্যে একটু স্বাদ বদল করতে সকলেই চান। তাই বাড়িতেই সহজেই একেবারে ভিন্ন স্বাদের রেসিপি পেশোয়ারী চিকেন বানিয়ে ফেলুন। স্বাদে অতুলনীয় চিকেনের এই পদটি ভালোলাগবে। ছুটির দিনে বা ঘরোয়া যে কোনও অনুষ্ঠানে রাঁধতে পারেন এটি। তাহলে জেনে নিন কী ভাবে তৈরি করবেন এই চিকেনের রেসিপি।

উপকরণ:- এক কেজি মুরগির মাংস,
গোটা গরম মশলা,স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও চিনি,
হলুদ গুঁড়ো,
গোলমরিচ গুঁড়ো,
গরম মশলা গুঁড়ো,
আদা ও রসুন বাটা,
পরিমাণমতো সর্ষে তেল,
পরিমাণমতো ঘি,
জয়িত্রী,
গোটা শাহী জিরা,
পেঁয়াজ কুচি,
এক ইঞ্চি আদা,
কয়েক কোয়া রসুন,
কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা,
২টো টম্যাটো,
কাজুবাদাম
টক দই,
জায়ফল ও জয়িত্রী গুঁড়ো।

প্রণালী:- প্রথমে মুরগির মাংস ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর মাংসতে গোলমরিচ গুঁড়ো, আদা ও রসুন বাটা, নুন, হলুদ মাখিয়ে ১৫ মিনিট ম্যারিনেটের জন্য রেখে দিন। পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। টমেটো টুকরো করে কেটে নিন। কাজু বাদাম মিহি করে পেস্ট করে নিতে হবে। এরপর কড়াইয়ে সর্ষে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা, জয়িত্রী, শাহী জিরা ফোড়ন দিন। ফোড়ন একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ লালচে হয়ে এলে তাতে দিয়ে দিন পেঁয়াজ-আদা-রসুন বাটা। মশলা কষাতে থাকুন। কাঁচা গন্ধ চলে গেলে চিকেন দিয়ে দিন। সঙ্গে নুন ও চিনি দেবেন। টমেটো একটু নরম হয়ে এলে চিকেন দিয়ে দিন। কম আঁচে মিনিট দশেক ঢাকা দিয়ে মাংস সিদ্ধ হতে দিন। অন্য একটি ফ্রাইং প্যানে দুই টেবিল চামচ ঘি গরম করুন। তাতে গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল এবং জয়িত্রী গুঁড়ো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে মশলা যেন পুড়ে না যায়। এতে দিয়ে দিন টক দই ও কাজুবাদাম বাটা। প্রয়োজনে সামান্য জল দিন। মশলা ভাল করে কষাতে থাকুন। তেল ছেড়ে এলে এতে মাংস দিয়ে দিন। ফের কষান। দইয়ের মিশ্রণ যেন মাংসে পুরোপুরি মিশে যায়। পেশোয়ারী চিকেন সাধারণত একেবারে কষা হয়। তবে একটু গ্রেভি চাইলে এতে সামান্য গরম জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে পারেন। পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, রুটি, পরোটা, ভাত, যে কোনও কিছুর সঙ্গে পরিবেশন করুন পেশোয়ারী চিকেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত এক বস্ত্র পরিদর্শন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

উধমপুরে সিআরপিএফ গাড়ি দুর্ঘটনায় ৩ জন জওয়ান শহীদ, আহত ১৫

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরের উদমপুর জেলার বাসন্তগড় এলাকার কান্ডভা অঞ্চলে বৃহস্পতিবার এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর তিন জন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। একই দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আরও আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ ও সিআরপিএফের উদ্ধার দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিকেল ৩টার পর, যখন সিআরপিএফের একটি যান চড়াই পথে চলছিল। পথিমধ্যে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি এলাকার একটি খাদের মধ্যে পড়ে যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত জোরালো ছিল, এবং আশপাশের মানুষ দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরে পুলিশ এবং সিআরপিএফের উদ্ধারকারী দল এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

উধমপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) সন্দীপ ভাট দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছান এবং উদ্ধারের কাজ তদারকি করেন। তিনি জানান, "আমরা এক্ষুনি উদ্ধার কাজ শুরু করেছি এবং আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেছি। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তবে চিকিৎসকরা তাদের সাধ্যমতো চিকিৎসা প্রদান করছেন।"

ঘটনার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স (পূর্ববর্তী টুইটার)-এ একটি পোস্টে বলেন, "উধমপুর: কান্ডভা---বাসন্তগড় অঞ্চলে সিআরপিএফ গাড়ি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। গাড়িটিতে কিছু সাহসী সিআরপিএফ জওয়ান ছিলেন। তাদের ত্যাগ জাতির কাছে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" তিনি আরও জানান, "আমি সশস্ত্র বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছি।"

এছাড়া, তিনি জানিয়েছেন, জেলা শাসক সলোনি রাই ঘটনাটি নিয়ে গভীর মনিটরিং করছেন এবং দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিং বলেন, "স্থানীয়রা স্বেচ্ছায় উদ্ধার কাজে এগিয়ে এসেছে। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও এক্স-এ পোস্ট করে দুর্ঘটনায় সিআরপিএফ জওয়ানদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, "উধমপুরের কাছে সিআরপিএফ গাড়ি দুর্ঘটনায় শহীদ হওয়া আমাদের সাহসী জওয়ানদের আত্মত্যাগ চিরকাল স্মরণীয় থাকবে। তাদের অবদান জাতির প্রতি অপরিসীম। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। স্থানীয় প্রশাসনকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছি।"

স্থানীয় বাসিন্দারা এই দুর্ঘটনায় প্রথমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং দ্রুত আহতদের উদ্ধার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয়দের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত সংহতি লক্ষ্য করা যায়, যারা একত্রিত হয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সিআরপিএফের গাড়িটি একটি নিয়মিত টহল দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি পথ থেকে নিচে পড়ে যায়। স্থানীয় প্রশাসন এই দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এখনও সঠিকভাবে কিছু জানানো হয়নি, তবে প্রাথমিকভাবে গাড়ির ব্রেক কাজ না করার কথা বলা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনায় নিহত ৩ জন সিআরপিএফ জওয়ানদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য সেরারকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উধমপুরের পুলিশ কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ জানতে গভীর তদন্ত শুরু করেছে। সিআরপিএফের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ওই অঞ্চলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়াও, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শীঘ্রই এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতীয় পণ্যের মার্কিন বাজারে উচ্চমূল্যের সম্ভাবনা, শশী থারুরের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার ভারত থেকে রাশিয়া তেল আমদানি করার জন্য অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর মোট শুল্ক ৫০% হয়ে দাঁড়ালো। গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রথমে ২৫% শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছিলেন, এবং এরপর দ্বিতীয় দফায় অতিরিক্ত ২৫% শুল্কের সিদ্ধান্ত নেন। এই পদক্ষেপটি বিশেষভাবে ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে তেল বাণিজ্যকে লক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা এবং সংসদ সদস্য শশী থারুর এই নতুন শুল্ক সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই পদক্ষেপকে ভারতের জন্য 'খুব ভালো খবর' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "এটি ভারতীয় পণ্যের জন্য মার্কিন বাজারে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। এর ফলে অনেক মার্কিন ক্রেতার জন্য ভারতীয় পণ্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাবে।" থারুর বলেন, এই শুল্কের কারণে ভারতীয় পণ্যগুলি মার্কিন বাজারে অনেক বেশি দামী হয়ে যাবে, যা ভারতীয় রপ্তানি খাতের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

থারুর আরও বলেন, "এটি ভারতের জন্য ক্ষতিকর হবে, কারণ অন্যান্য দেশ যেমন ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান তাদের পণ্যের উপর কম শুল্ক আরোপ করে, ফলে মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রি কঠিন হয়ে পড়বে।" তিনি সতর্ক করে বলেন, 'যদি অন্য দেশে সস্তায় পণ্য পাওয়া যায়, তবে মার্কিন ক্রেতারা ভারতীয় পণ্য কেনার পরিবর্তে সেই দেশগুলোর পণ্য কিনবে।' থারুর আরও বলেন, ভারত এখন অন্য বাজারে বাণিজ্য সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করতে হবে। "আমরা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে, এই পরিসরে সাফল্য আসার আগে, স্বল্পমেয়াদে এই শুল্ক বৃদ্ধি ভারতের জন্য একটি বড় ধাক্কা," বলেন থারুর।

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে, এমন পদক্ষেপ যা অনেক অন্যান্য দেশ তাদের জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করছে।" ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম এবং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।

মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, "ভারত তার স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো যেখানে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখছে, সেখানে ভারতও তাদের জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখতে সক্ষম হবে।" এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বুধবারই নির্বাহী আদেশে এই অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন, যা প্রথম ২৫% শুল্কের উপরে কার্যকর হবে। প্রথম শুল্কটি ৭ আগস্ট ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে, এবং দ্বিতীয় দফার শুল্ক ২১ দিন পর থেকে কার্যকর হবে। এই পদক্ষেপের ফলে ভারতের রপ্তানির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, কারণ ভারত মূলত কৃষি, প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, গহনা, ওষুধ, এবং অন্যান্য সামগ্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। বিশেষত, কৃষি এবং ছোট ও মাঝারি শিল্প খাতগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কারণ এই সেক্টরগুলোর পণ্যের দাম উচ্চতর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ ভারতীয় রপ্তানির ওপর প্রভাব ফেলবে এবং বিশেষত ভারতের মার্কিন বাজারে পণ্যের বিক্রির পরিমাণ কমে যেতে পারে। তারা বলছেন, এর ফলে ভারতের অর্থনীতি এবং বিশেষত গরিব ও মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীরা দুর্বল হতে পারে, কারণ তাদের পণ্য মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হতে আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

বিশ্ববাজারে যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপ অন্য দেশগুলোর সাথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে, ভারত ব্রিকস এবং অন্যান্য বাণিজ্য জোটের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। বিশেষত, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারত এই চাপের মধ্যে নতুন সুযোগ খুঁজছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ মার্কিন বাজার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র।

এখন দেখার বিষয়, ভারত কিভাবে এই নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এবং কীভাবে অন্যান্য বাজারে নিজেদের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নতুন পথ তৈরি করে।

মন্দিরের সিমেন্ট চুরির ঘটনায় অভিযুক্তকে শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ আগস্ট: মন্দিরের সিমেন্ট চুরির ঘটনায় অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা। সিমেন্ট চুরির অভিযোগ ঘিরে কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ডিএম কলোনীর জনগন ক্ষুব্ধ। তার শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা।

দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডি.এম কলোনী এলাকায় কালি মন্দির নির্মাণের সিমেন্ট চুরির ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল তেলিয়ামুড়ার ডি.এম কলোনি। বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সড়ক অবরোধ করে ন্যায় বিচারের দাবিতে সরব হন। অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শুভঙ্কর দাসের ভাই সুষেন দাস কালি মন্দির নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সিমেন্ট চুরি করে নিয়ে যায়। ফলে মন্দির নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত, ডি.এম কলোনি এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী কালি মন্দির নির্মাণের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সেই বরাদ্দে নির্মাণকাজ শুরু হলেও, চুরির অভিযোগ সামনে আসার পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চুরির ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে স্থানীয়রা ডি.এম কলোনির গ্রামীণ সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেন।

PNIe-T No.:- 14/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26
Dated. 05-08-2025.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
1. DNIT No.: 08/SE(D)/KGT/2025-26.
Period of downloading of biding documents from 07-08-2028 to 03-09-2025. Deadline for online bidding :-
03-09-2025 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 03-09-2025 at 4.00 PM.
Place of opening of bids - Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar
Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in
For and behalf of the Governor of Tripura.
ICA-C-1775/25

Executive Engineer PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26

Dated: 04-08-2025
Memo No.F.TC-I(P-1)/EE/PWD/AMP/3977-4052 Dated: 04-08-2025
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: 14-08-2025 upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: 14-08-2025 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT-20/NIT/SE-III/B/2025-26	Rs. 40,94,157.00	Rs. 81,883.00	90 Days	Appropriate Class
2	DNIT-21/NIT/SE-III/B/2025-26	Rs. 33,43,737.00	Rs. 66,875.00	180 Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
ICA/C 1798/25

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e-tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 26/08/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Repairing of Dysfunctional Boys Toilet in 14 nos Schools under Dukli, Lefunga, Hezamara Blocks, West District, Secondary Level under Samagra Shiksha during the year 2025-26 PNIeT No-76/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 DNIeT No-50/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.21,00,000.00	Rs.42000.00	90 days	Up to 3PM 26/08/2025	At 27/08/2025 Hrs on 11am	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 15 Nos Ramp with Handrail sanctioned during 2025-26 under Secondary Level under Samagra Shiksha Scheme under West Tripura District PNIeT No-77/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 DNIeT No-51/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.12,22,494.00	Rs.24,449.00	90 days	Up to 3PM 26/08/2025	At 27/08/2025 Hr on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All Notice & Bid Documents for the works on https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C 1780/25

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বে

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রবণতা থাকতে পারে। বিশেষত অরুণাচল প্রদেশ, পূর্ব অসম, সাব-হিমালয়ি পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং উত্তরপ্রদেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া, দক্ষিণ কেরালা, কনকণ, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, এবং কিছু কিছু অংশে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, অসম, এবং হিমাচল প্রদেশে অতিভারী বৃষ্টির কারণে বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি রয়েছে। এসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের অবিলম্বে সতর্ক থাকতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পাহাড়ি অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, কারণ বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ার কারণে সড়কগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে এবং বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা তৈরি হতে পারে। ভারতের আবহাওয়া দফতর সব নাগরিককে আহ্বান জানিয়েছে, যারা এসব ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাস করছেন, তারা যেন নিরাপত্তার বিষয়গুলো মাথায় রেখে আগাম প্রস্তুতি নেন। নদী ও জলাশয়ে জলস্তরের বৃদ্ধি হতে পারে এবং স্থানীয়ভাবে বন্যা সৃষ্টি হতে পারে, তাই জনগণের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

"ভোট চুরি"-র

● প্রথম পাতার পর

বলেন, বেঙ্গালুরু সেন্ট্রালের অন্তর্গত আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মহাদেবপুরা কেন্দ্রেই বিজেপি এক লাখের বেশি ভোটে এগিয়ে যায়, যা বাকি কেন্দ্রগুলির কংগ্রেস লিডকে মুছে দেয়।

রাহুলেরর অভিযোগ, মহাদেবপুরায় ১,০০,২৫০টি ভোট চুরি হয়েছে। তিনি জানান, ফর্ম ৬-এর অপব্যবহার করে নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি, এক ঠিকানায় বহু ভোটার, ভুয়া ছবি, এসবই বেআইনি ভোটার অন্তর্ভুক্তির প্রমাণ। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তির চারটি আলাদা বুথে নাম ছিল। আবার একজন ব্যক্তি কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ, তিন রাজ্যেই ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন। একটি উদাহরণে রাহুল দাবি করেন, ৬৮ জন ভোটারের ঠিকানা ছিল একটি বিয়ার বারের। এসব স্থানে কংগ্রেসের টিম গিয়ে শারীরিকভাবে যাচাই করেছে বলেও তিনি জানান। কর্ণাটকের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রাহুল গান্ধীকে চিঠি দিয়ে বলেন, আপনার বক্তব্যে অসমর্থিত ও অযোগ্য ভোটারদের তালিকাভুক্তি এবং যোগ্যদের বাদ পড়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। এর জন্য একটি ঘোষণাপত্র সহ সংশ্লিষ্ট ভোটারদের নাম পাঠাতে বলা হচ্ছে, যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

এদিকে, মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে হঠাৎ এক কোটিরও বেশি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে বলে রাহুল দাবি করেন। হরিয়ানার ক্ষেত্রেও একই রকম ভোট কারচুপির অভিযোগ তোলেন তিনি। রাহুল বলেন, যদি বিজেপি আরও ২৫টি আসন হারাত, তারা সরকার গঠন করতে পারত না। সমস্ত কিছুই ফলাফলের ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করছিল। রাহুল গান্ধী বলেন, আমাদের প্রিয় গণতন্ত্র আর বেঁচে নেই। এই পরিস্থিতিতে বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক।

কৃষক ও মৎস্যজীবীদের

● প্রথম পাতার পর

শুল্কের ওপর আরোপ করা হবে, তবে তা কার্যকর হতে ২১ দিন সময় নেওয়া হবে।

হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানায়, রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসনের কারণে জাতীয় জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে এই ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তারা দাবি করে, ভারতের রাশিয়ার তেলের আমদানির জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই শুল্ক বৃদ্ধি ভারতের জন্য একটি বড় ক্ষতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এটি ভারতকে আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় অসুবিধায় ফেলেছে, যেমন ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, এবং এমনকি চীনযারা এখন কম বা আরও সুবিধাজনক শুল্ক হার পাচ্ছে।

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে 'অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং অবৈধ' বলে আখ্যায়িত করেছে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রাধীড় জৈস্বাল এক বিবৃতিতে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ভারতের রাশিয়া থেকে তেল আমদানির প্রতি লক্ষ্য রেখে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি, যা হল আমাদের তেল আমদানি বাজারের উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের ১.৪ বিলিয়ন মানুষের শক্তিশালী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।"

তিনি আরও বলেন, "এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, যুক্তরাষ্ট্র এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা ইউরোপ এবং চীনসহ অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে করা হয়নি, যদিও তারা রাশিয়া থেকে শক্তি ক্রয় করছে। আমরা আবারও বলছি, এই পদক্ষেপগুলি অযৌক্তিক, অবৈধ এবং অন্যায্য। ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে।

বাসে মহিলা যাত্রীর সাথে

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তের বাড়ি বিশালগড় চন্দ্রনগর এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় মহিলা থানা থেকে তাকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়। তাকে পাঠানো হয় জেল কাস্টডিতে। পরবর্তী সময়ে টিআই প্যারেডের মাধ্যমে নির্যাতিতা যুবতী কর্তৃক অভিযুক্তকে সনাক্ত করার প্রক্রিয়া করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে ওইদিন রাতে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে দুটি গাড়ি ভাংচুরে এবং চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি করা কাউকেই এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

খবরের জের,

● প্রথম পাতার পর

জেরে রাজ্য সমাজ কল্যাণ দপ্তরে মন্ত্রী টিংকু রায় দ্রুত চড়িলাম বিজেপি মন্ডল সভাপতি তাপস দাসকে নির্দেশ দেন সেই বাড়িতে ছুটে যাওয়ার পাশাপাশি দ্রুত ওই বৃদ্ধার সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। অবশেষে খবরের জেরে সরকারি ভাতা পেতে যাচ্ছেন বৃদ্ধা রাধিকা দেববর্মা। খুশি তার পরিবার সহ এলাকাবাসী।

কর্মচারীদের সময় মতো

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজ্যের বিভিন্ন শহরের যানজটের সমস্যা, আরক্ষা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব হর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করেন। ৩টি পর্যায়ে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই কর্মসূচি পালন করা হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হর ঘর তিরঙ্গা উৎসব জাতীয় গর্বের প্রতীক। কিন্তু সমস্ত রাজ্যবাসীর সাথে প্রশাসনের সকলকেও এই অনুষ্ঠান উদযাপনে যুক্ত হয়ে আক্ষরিক অর্থেই অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে হবে। তাছাড়া এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাড়িঘরে এবং বিভিন্ন অফিস আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশিকা পালন করার জন্যও তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃহস্পতিবার আগরতলার পূর্ব থানায় এক নাবালিকা মেয়ের অপহরণ নিয়ে একটি সংস্থার পক্ষে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক আরোপ: ৯০টি দেশের উপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আক্রমণ, ভারতসহ বিশ্বব্যাপী বড় প্রভাব

ওয়াশিংটন, ৭ আগস্ট : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশের উপর ৫০% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন, যা মার্কিন বাণিজ্য নীতিতে একটি বড় ধরনের উল্টো ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্প নিজেই তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল এ একটি পোস্টে জানান, "এটি মধ্যরাত্রি! বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার শুল্ক এখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে!" এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর গভীর প্রভাব পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

আগের দিন, বুধবার, ট্রাম্প তার এক পোস্টে বলেন, "প্রতিদানমূলক শুল্ক আজ মধ্যরাতে কার্যকর হবে! বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রকে ঠকানো দেশগুলো থেকে শুল্কে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হবে।" এর মাধ্যমে ট্রাম্প আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং এর শুল্ক নীতির কড়া অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

ভারত, এই বাণিজ্য আক্রমণের প্রথম দফায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক আরোপ করা হলেও, বুধবার ট্রাম্প এই শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০% করার ঘোষণা দেন। এই ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক ২১ দিন পর কার্যকর হবে। সাদা বাড়ির এক বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র এই শুল্ক ভারতীয় পণ্যের উপর আরোপ করবে বিশেষভাবে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে। এই পদক্ষেপটি রাশিয়ার ইউক্রেনে হামলা মোকাবিলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জরুরি অবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এছাড়া, ট্রাম্প একাধিক মার্কিন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এই শুল্ক কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বর্তমানে, মার্কিন বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী, আমেরিকায় পণ্য আমদানি করার জন্য একটি ন্যূনতম ১০% শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, তবে ট্রাম্পের নতুন ঘোষণার ফলে তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন, বিভিন্ন দেশের জন্য শুল্কের হার পৃথক পৃথক হবে। কিছু দেশের উপর সবচেয়ে বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, যেমন ব্রাজিল (৫০%), লাওস (৪০%), মিয়ানমার (৪০%), সুইজারল্যান্ড (৩৯%), ইরাক (৩৫%) এবং সার্বিয়া (৩৫%)। ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের উপর ২৫% শুল্ক আরোপ করা হবে। ভিয়েতনাম (২০%), তাইওয়ান (২০%) এবং থাইল্যান্ড (১৯%) এর শুল্কের হারও যথাক্রমে ২০%, ২০%, এবং ১৯%।বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া শুল্ক বৃদ্ধির শিকার হয়েছে, তবে কিছু দেশ যেমন যুক্তরাজ্য তাদের শুল্ক কমানোর জন্য আলোচনা চালিয়ে গেছে।

এছাড়া, ট্রাম্প আরও ঘোষণা করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সেমিকন্ডাক্টর বা চিপ আমদানির উপর ১০০% শুল্ক আরোপ করবে। তবে, একটি বড় এক্সেম্পশন রাখা হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনকারী অথবা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোম্পানিগুলি এই শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাবে। ট্রাম্প এই ঘোষণাটি ওয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের সামনে জানিয়ে বলেন, "যে কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন করবে, তাদের উপর শুল্ক আরোপ করা হবে না। তবে, যদি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং উৎপাদন শুরু না করে, তবে পরবর্তীতে তাদের শুল্ক বাড়ানো হবে।"এই পদক্ষেপে কিছু বড় প্রযুক্তি কোম্পানির উপর সরাসরি প্রভাব পড়বে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপল ঘোষণা করেছে যে তারা যুক্তরাষ্ট্রে আরও ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। ট্রাম্প বলেন, 'অ্যাপল যদি তাদের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে তারা এই শুল্ক থেকে মুক্ত থাকবে।' তবে, তার মন্তব্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে, কারণ এখনো কিভাবে এই শুল্ক বাস্তবায়িত হবে এবং এর সঠিক প্রভাব কী হবে, তা স্পষ্ট হয়নি। এছাড়া, বিভিন্ন দেশগুলোর উপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্কের হার এখন স্পষ্ট হয়েছে, এবং এতে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ দেশই শুল্ক বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়েছে, যদিও কিছু দেশের শুল্ক হার কম রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, ভিয়েতনামের জন্য শুল্ক হার ২০%, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ডের জন্য শুল্ক ২০% এবং ১৯% নির্ধারিত হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রেলস্টেশন থেকে এক নাবালিকা ও এক যুবককে আটক করল বজরং দল, যুবকের বিরুদ্ধে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা দায়ের নাবালিকার মায়ের

আগরতলা, ৭ আগস্ট: আগরতলা রেল স্টেশন থেকে এক নাবালিকা ও এক যুবককে আটক করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দলের কার্যকর্তারা। তাদেরকে জিআরপি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব মহিলা থানায় নাবালিকাকে জোরপূর্বক অপহরণ করার অভিযোগ তুলে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন নাবালিকার মা। অভিযোগ ওই নাবালিকাকে জোরপূর্বক ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাচ্ছিল ওই যুবক।

ঘটনার বিবরণে নাবালিকার মা জানিয়েছেন, গতকাল গৃহশিক্ষকের বাড়িতে যাওয়ার জন্য উনার মেয়ে দুপুর দুটো নাগাদ বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও সে বাড়িতে আসেনি। যে যুবকের সঙ্গে আজ তাকে রেল স্টেশনে পাওয়া গেছে তাকে তারা চেনেন না, সে ভিন্ন সম্প্রদায়ের। জোরপূর্বক আপনার মেয়েকে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

এদিকে এই বিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কার্যকর্তা কৌশিক পাল জানান, আজ সকালে রেলে স্টেশনে এক হিন্দু নাবালিকা ও মুসলিম যুবককে দেখে সন্দেহ হয় জনাকয়েক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তাদের। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মেয়েটির বয়স ১৬ বছর, তার বাড়ি জিবি ইন্দ্রনগর। ছেলেটির নাম আনসার উদ্দিন। তারা ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জিআরপি থানার পুলিশের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ছেলেটি গতকাল জোরপূর্বক নাবালিকা মেয়েটিকে আটক করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। আজ ঐ মেয়েকে পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ এনে থানায় মামলা করা হয়েছে।

জম্পুইজলায় মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: জম্পুইজলা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনার বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক চিরঞ্জীব আনন।

সভায় মহকুমা শাসক জানান, মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতিদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা, প্রাণীপালন ইত্যাদির জন্য ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জম্পুইজলা মহকুমায় ৩৪১ জনকে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এই মহকুমায় ২১০ জনকে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে।

এজন্য ইচ্ছুক সুবিধাভোগীগণকে জম্পুইজলা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এসে জম্পুইজলা মহকুমা কল্যাণ আধিকারিকের কাছ থেকে আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সহ আবেদন পত্র জমা দিতে হবে। আবেদন পত্র ৩০ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে গ্রহণ করা হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, বিধায়ক মানব দেববর্মা, জম্পুইজলা ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও বীরবাহাদুর রিয়াং, জম্পুইজলা মহকুমার কল্যাণ আধিকারিক বেঞ্জামিন ডার্লং প্রমুখ।

আনুমানিক ৭ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসাম, ৭ আগস্ট: মাদক বিরোধী অভিযানের ফের বড়সড় সাফল্য পেল কাছাড় জেলা পুলিশ। পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশাসামগ্রী সহ দুই মহিলা ও তিন যুবক আটক করতে সক্ষম হয়েছে কাছাড় জেলা পুলিশ।

পুলিশ জানায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কাছাড় পুলিশের একটি বিশেষ ঠিম কাছাড় জেলার সোনাবাড়ি ঘাট ও লক্ষীপুর থানা আন্তর্গত মারকুলিন এলাকার দুইটি পৃথক,পৃথক স্থানে ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এতে বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন সহ নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা সহ পাঁচ জন ড্রাগসপাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ। ২১৬ গ্রাম হেরোইন ও ২০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা সহ ড্রাগস ব্যবসায়ীর সঙ্গে জড়িত দুইজন মহিলা ও তিন যুবককে আটক করে এবং দুইটি গাড়িও জব্দ করতে সক্ষম হয় কাছাড় জেলা পুলিশ।

ধৃতরা হলো আয়েশা বেগম চৌধুরী, মুসলিমা বেগম মজুমদার, জালাল আহমেদ চৌধুরী, রবিজুল আলী চৌধুরী,লালপুর সিং।

জব্দকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটও হেরোইনের বাজার মূল্য অনুমানিক ৭ কোটি টাকার মত হবে বলে জানান সিনিয়র পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো। তিনি আরো বলেন বহিঃরাজ্য থেকে ড্রাগসপাচারের উদ্দেশে নিয়ে আসা হয়েছিল কাছাড় জেলায় এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাছাড় জেলাকে ড্রাগসমুক্ত করার লক্ষে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।তাই এমন অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

বিহারের কিশানগঞ্জে মাদরাসায় ছাত্র হত্যা: দুই কিশোর গ্রেফতার, হত্যার পেছনে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ

কিশানগঞ্জ, ৭ আগস্ট : বিহারের কিশানগঞ্জ জেলার একটি মাদরাসায় এক ১২ বছর বয়সী ছাত্রের হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে, মাদরাসার পেছনের কবরস্থানে ছাত্রটির মরদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ পরবর্তীতে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই কিশোরকে গ্রেফতার করেছে। এই হত্যার পেছনে তাদের দাবি, তারা মাদরাসাটি বন্ধ করতে চেয়েছিল, যাতে তারা নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে, যখন মৃত ছাত্রটি তার ১৩ বছর বয়সী আত্মীয়ের সঙ্গে রাতের খাবারের পর মাদরাসায় ফিরে আসে। এই ছাত্রটি গত তিন বছর ধরে ওই মাদরাসায় পড়াশোনা করছিল এবং সাধারণত খাবারের সময় ছাড়া বাড়ি ফিরত না। পরদিন সকালে, ওই ১৩ বছর বয়সী আত্মীয় মাদরাসা থেকে বাড়ি ফিরে এলেও, মৃত ছাত্রটি বাড়ি ফিরতে ব্যর্থ হয়। আত্মীয়টি মৃত ছাত্রের বাবা-কে জানান যে, সে জানে না ওই ছাত্র কোথায় গেছে। ছেলের বাবা মাদরাসায় গিয়ে ছাত্রটির খোঁজ শুরু করেন, কিন্তু মাদরাসার স্টাফরা কিছু জানাতে পারেনি।

অবশেষে, দুপুরে স্থানীয়রা ছেলের বাবা-কে জানান যে তার ছেলের মরদেহ মাদরাসার পেছনের কবরস্থানে পাওয়া গেছে। যখন ছেলের বাবা সেখানে পৌঁছান, তিনি দেখতে পান তার ছেলের গলা কাটা এবং শরীরে একাধিক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। তার গলায় গামছা বাঁধা ছিল। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পর, কিশানগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান। এফআইআর দায়ের করার পর, পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই কিশোরকে গ্রেফতার করে।

প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে, কিশানগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানান, পুলিশের একটি দল সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য 'মানব অনুসন্ধান' এবং 'প্রযুক্তিগত প্রমাণ' ব্যবহার করে। এর ফলে দুটি কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত কিশোররা তাদের স্বীকারোক্তিতে জানায় যে, তারা মাদরাসার একটি ছাত্রকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। পুলিশ সুপার কুমার আরও বলেন, অভিযুক্তরা পড়াশোনায় খুবই অগোছালো ছিল এবং কয়েকদিন ধরে তারা এই হত্যার পরিকল্পনা করছিল।

বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্যোগে ট্রান্সপ্লেন্টিং পদ্বতিতে ধানের চারা রোপনের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ আগস্ট: বৃহস্পতিবার বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্যোগে কাঞ্চননগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় কৃষকদের জমিতে কমিউনিটি ট্রান্সপ্লেন্টিং পদ্বতিতে ধানের চারা রোপনের কর্মসূচী পালন করা হয়। ধানের চারা রোপনের পূর্বে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠীত করা হয়।

আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক রাজীব সেন,বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েতসমিতির ভাইসচেয়ারম্যান বাবুল পাটারী, শান্তিরবাজার পুরপরিষদের কাউন্সিলার নেপালচন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজকে কেন এইধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং এই পদ্বতিতে ধানচাষের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলের সামনে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন শান্তিরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা। তিনি জানান বিগতদিনে কৃষকরা সার থেকে শুরু করে অন্যান্যসামগ্রী পেতেগেলে নেতৃত্বদের সাক্ষর নিতেহতো এবং আন্দোলন করতেহতো বর্তমানসময়ে কোনোপ্রকার সাক্ষর ও আন্দোলন ছাড়াই কৃষকরা সমস্ত প্রকারের সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে সকলে একত্রিত হয়ে মাঠে গিয়ে ধানের চারা রোপন করেন। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তিরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা।

কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি ও বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৭ আগস্ট: আগামী ১৫ই আগস্টকে সামনে রেখে কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি ও বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে এবং স্থানীয় পাইওনিয়ার ইয়ুথ ক্লাবের সহযোগিতায় ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা, ঔষধ বিতরণ ও স্বাস্থ্য পরামর্শ শিবির। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ ঘটিকা থেকে শুরু হয় এই মেগা স্বাস্থ্য শিবির।

এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন 'দ্যা হোপ' পরিচালিত ঊনকোটি হসপিটালের স্বনামধন্য চিকিৎসকগণ,অঞ্জলি ড্রাগ সেন্টার,আরাধনা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং স্থানীয় ক্লাব সদস্যরা। উক্ত মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডক্টর হার্সিমরান সিংহ,দেবাশীষ দাস, দেবান্দৃতা দাস প্রমূখ। এদিন শুরুতেই চন্দনের ফুটা ও উত্তরীয় দিয়ে অতিথিবরণ করা হয়।

পরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরের সূচনা করেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, ছিলেন বড়গোল পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ নাথ, স্থানীয় সমাজসেবী দিলীপ তাঁতি,অমিতাভ নাথ সহ আরো অনেকেই। মূলত ১৫ ই আগস্ট কে সামনে রেখে এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন, তাছাড়া প্রত্যন্ত এলাকার দোস্ত সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ঔষধ বিতরণ করাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ নাথ। তাই তিনি সকল সহযোগীদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।এদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে এদিন সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রায় ২৫০ জন রোগী এদিন বিনামূল্যে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। এতে বেজায় খুশি বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশপাশ এলাকার জনগণ।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সুসজ্জিত দেশাত্মবোধক র‍্যালির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ আগস্ট:ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি আজ দেশব্যাপী এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলদেশবাসীর মনে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্মত্যাগকে স্মরণ করানো। এই প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে একটি সুসজ্জিত দেশাত্মবোধক র‍্যালির আয়োজন করা হয়, যা বর্তমান প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস।

কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে এই র‍্যালিটি এলাকার বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে ব্লক কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লকের বিডিও হিমেন্দু বিকাশ পাল-সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ র‍্যালিটিকে এক সর্বজনীন রূপ দেয়। অংশগ্রহণকারীরা হাতে জাতীয় পতাকা ও মুখে দেশাত্মবোধক স্লোগানে সজ্জিত ছিলেন, যা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

এই ধরনের উদ্যোগ কেবল উৎসব উদযাপন নয়, বরং জাতীয় চেতনা, নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং প্রজন্মান্তরে দেশপ্রেম সঞ্চারের এক কার্যকর মাধ্যম বলেই প্রতীয়মান হয়।

গবাদি পশুকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মধুপুর, ৭ আগস্ট: গবাদি পশুকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনে এক ব্যক্তিকে গলার মধ্যে ছুরি দিয়ে আঘাত করলো ওঅপর জন। পরবর্তী সময়ে সেই ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় সোজা চলে আসে মধুপুর থানায় এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ঘটনা মধুপুর থানাধীন খামারহাটি এলাকায়।

ঘটনা বিবরনে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার দুটো নাগাদ খামারহাটি এলাকার শ্যামল সরকার নিজের গবাদি পশুর জন্য জমি থেকে ঘাস কেটে এনে সেই ঘাসগুলি তার নিজের বাড়ির পাশেই রেখেছিল। এমন সময়ে ওই এলাকার দীনেশ চৌধুরীর একটি গবাদি পশু এসে সেই ঘাসগুলি খেয়ে ফেলছিল। পরবর্তী সময়ে শ্যামল সরকার একটি লাঠি নিয়ে সে গবাদি পশুটিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। আর এমন সময় সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে গবাদি পশুর মালিক দীনেশ চৌধুরী রেগে যান। তার বক্তব্য কেন গবাদী পশুটিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে। দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়।

একটা সময় উত্তেজিত হয়ে পড়ে দীনেশ চৌধুরী ঘর থেকে ধারালো ছুড়ি নিয়ে এসে শ্যামল সরকারের গলায় আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে শ্যামল সরকার। কিন্তু তারপরেও খামারহাটি এলাকা থেকে বাইসাইকেল চেপে রক্তাক্ত অবস্থায় মধুপুর থানায় এসে হাজির হয়। কিন্তু তার সারা শরীর এবং শার্ট প্যান্ট রক্তে লাল হয়ে যাই। পরবর্তী সময়ে তাকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। পরে অভিযুক্ত দীনেশ চৌধুরী বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যে। যা নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সামান্য একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বড় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

রাজ্যের প্রত্যেক মহিলার স্বশক্তিকরণ করাই হচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজ্যের প্রত্যেক মহিলার স্বশক্তিকরণ করাই হচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। এজন্য রাজ্যের মহিলাদের আরও বেশি করে হস্তকারু, হস্ততাঁত ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আজ পূর্বাশাস্থিত আরবান হাটে ১১তম জাতীয় হস্ততাঁত দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে ৫দিনব্যাপী আয়োজিত হস্ততাঁত এক্সপো ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন।

তিনি বলেন, আগামীদিনে রাজ্যের মহিলাদের এই শিল্পের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য সরকার সর্বাঙ্গীণ সহায়তা করবে। তিনি শিল্পীদের আরও বেশি করে বাঁশবেত, তাঁতবস্ত্র ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা উৎপাদন বাড়ান, রাজ্য সরকার আপনাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। বক্তব্যে তিনিও এই শিল্পের বিকাশে গুরুত্বারোপ করেন এবং সকলকে এই হস্ততাঁত শিল্পের বিকাশে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তর অধিকর্তা অজিত শুক্লদাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন তন্তুবায় সেবাকেন্দ্রের উপঅধিকর্তা অর্ণব চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে এবছরের সেরা ৩ জন হস্ততাঁত শিল্পী, ৩ জন হস্তকারু শিল্পী ও ৩ জন রেশম বস্ত্র উৎপাদন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। হস্ততাঁত মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে এই পুরস্কার মূল্য হিসেবে প্রথম পুরস্কার ১০ হাজার টাকার, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ৭ হাজার ৫০০ টাকার এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

বিজেপি পরিচালিত প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং ব্যর্থতায় লরি চালক মিহির দেবনাথের মৃত্যু হয়েছে : সিআইটিইউ

আগরতলা, ৭ আগস্ট: বিজেপি পরিচালিত প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং ব্যর্থতায় লরি চালক মিহির দেবনাথের মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে সিআইটিইউ। পাশাপাশি, সংগঠনের তরফ থেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

এদিন মানিক দে বলেন, তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাটে দশদা কাঞ্চনপুর এলাকার লরিচালক মিহির লাল দেবনাথের সিমেন্ট বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। দীর্ঘ পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা জীবনের অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়ে লড়াই করে জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার নগ্নচিত্র ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণভাবে। বিজেপি পরিচালিত প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং ব্যর্থতায় লরি চালকের মৃত্যু হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে দূর্যোগ মোকাবিলা দফতেরর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। কিছুদিন পর পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু একজন লরি চালককে উদ্ধার করতে পারে নি। তাতে প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজ জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে সিআইটিইউ।তাদের দাবি, লরির চালক মিহির লাল দেবনাথের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করা হোক।

জনগণের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করতে হবে: পঞ্চায়েতমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মনের সভাপতিত্বে আজ ধলাই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পঞ্চায়েত দপ্তরের এক পর্য্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্য্যালোচনা সভায় ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ হয়েছে তা তুলে ধরা হয়।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী তা পর্য্যালোচনা করে বলেন, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের প্রাপ্ত অর্থ সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থ জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, বিভিন্ন ব্লকের বি.এ.সি., গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিকে যথাযথভাবে খরচ করতে হবে। পাশাপাশি আমার সরকার পোর্টালে লিপিবদ্ধ জনগণের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি।

পর্য্যালোচনা সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস প্রমুখ।

রাজ্যের নাগরিক অবকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অনুমোদন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা ত্রিপুরা জুড়ে নাগরিক অবকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এর ফলে রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নয়ন হবে। এই উদ্যোগগুলি উন্নত জীবনযাত্রার মান এবং দক্ষ প্রশাসনের প্রতি সরকারের চলমান প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

আগরতলা পুর নিগমের অধীনে ৩২.৩৩ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আরসিসি কভার ড্রেন এবং রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন। এছাড়াও, রাজ্য পিডব্লিউডির অধীনে ১২৯.৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ১২টি উপ-বিভাগে ৫৫.১৬ কোটি টাকা মূল্যের ২৭টি পিএমজিএসওয়াই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অনুমোদন করা হয়েছে। উপ-বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে সোনামুড়া, বিশালগড়, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, উদয়পুর, অমরপুর, সাব্রুম, বেলোনিয়া, আম্বাসা, কমলপুর, কাঞ্চনপুর এবং কৈলাশহর।

এই প্রকল্পগুলির অনুমোদনের মাধ্যমে গোটা রাজ্যের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। মূলত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই প্রকল্প গুলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পুর নিগমের ২০ নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: এক পেড় মাকে নাম এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আগরতলা পুর নিগমের ২০ নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্পোরেটার রত্না দত্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেন। এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে চারাগাছ পথচারীদের হাতে তুলে দেন। প্রায় ২০০ গাছ আজ রোপন করেন তিনি।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে কর্পোরেটর রত্না দত্ত বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রত্যেককে মায়ের নামে একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই আহ্বানে সারা দিয়ে সারা রাজ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই আগরতলা পূরণিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান কর্পোরেটর।

াঙ্গন

মুর্শিদাবাদের গঙ্গাবক্ষে দূরপাল্লার সাঁতারে অংশ নিতে রাজ্যদলের সিলেকশন ১০ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাজ্য দল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ১০ আগস্ট।অন্যান্য বছরের মত এবারও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের গঙ্গা বক্ষে দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজন হতে যাচ্ছে। এতে অংশ নিতে বরাবরের মতো এবারও বেশ কজন সাঁতারু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আগামী ৩১ আগস্ট মুর্শিদাবাদের গঙ্গা বক্ষে বিশ্বের দীর্ঘতম দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি পর্য্যায়ে সেখানে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একটি বিশ্বের দীর্ঘতম দূরপাল্লার ৮১ কিলোমিটার দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতা। অপরটি ১৯ কিলোমিটার দূরত্বের। ত্রিপুরা থেকে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে দূর পাল্লার সাঁতারুরা এতে অংশ নিতে যাবেন। রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ১০ আগস্ট রাজধানীর দূর্গাবাড়ী দীঘিতে বেলা ১১টায় রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে এক সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তর। এই নির্বাচনী ট্রায়ালে দক্ষতার ভিত্তিতে রাজ্য দল চূড়ান্ত করা হবে। নির্বাচনী ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী সাঁতারুদের আগামীকাল ১০ আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় দুর্গাবাড়ির দীঘিতে কোচ সুমিতা চক্রবর্তীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত সময়ে ত্রিপুরার দূরপাল্লার সাঁতারুরা এই দুটো দূরত্বের দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছেন।

রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক এগিয়ে চল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় এগিয়ে চল সংঘের। প্রথমত, অপরাজেয় এগিয়ে চলো সংঘ পয়েন্ট তালিকার প্রথম সারিতেই রয়েছে, তবে সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে কল্যাণ সমিতির সঙ্গে পয়েন্ট তালিকায় যৌথভাবে থাকলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে আপাতত এগিয়ে চলো সংঘ রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিন গোলের ব্যবধানে এগিয়ে চলো সংঘ আজ, বৃহস্পতিবার রামকৃষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথম সারির দল হলেও রামকৃষ্ণ ক্লাব কিন্তু এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচ খেলে নিয়েছে, তবে পরাজয়ের নাগপাশ থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। পক্ষান্তরে এগিয়ে চলো সংঘ লাগাতর তিন ম্যাচে জয়ী হয়ে দুর্দান্ত জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে কল্যাণ সমিতির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে এক- এক করে পয়েন্ট পেয়েছিল। পরবর্তী খেলায় ব্লাড মাউথ কে ২-১ গোলে এবং জুয়েলস এসোসিয়েশনকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে, আজ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক এগিয়ে চলো সংঘ কে সুপার ফোরের রাস্তা প্রশস্ত করে দিচ্ছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় দিনের একমাত্র খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এগিয়ে চলো সংঘ ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার একুশ মিনিটের মাথায় কেনর কিতালাং বামা প্রথম একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। দু মিনিট বাদেই নবদ্বীপ নার্সিয়ারী আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে ২-০ করে নেয়। পক্ষান্তরে রামকৃষ্ণ ক্লাবের খেলোয়াররা বেশ চেষ্টা করেও একাধিকবার আক্রমণে উঠে আসলেও গোল পরিশোধে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চলো সংঘের রক্ষণভাগে গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেও সুযোগ বুঝে অ্যাটাকিং খেলতেও পিছপা হয়নি। খেলার শেষ পর্য্যায়ে ৮২ মিনিটের মাথায় উত্তম রাই আরও একটি গোল করে দলকে ৩-০ তে এগিয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলো ৩-০ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়ে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নেয়। চার ম্যাচের শেষে এগিয়ে চলো সংঘের ১০ পয়েন্ট হয়েছে। সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে কল্যাণ সমিতির পয়েন্টও দশ। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে চলো সংঘ এক ধাপ পিছিয়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, ৯০ মিনিটের খেলায় রেফারি আদিত্য দেববর্মা দুদলের তিনজনকে খেলা চলাকালীন অসদাচরনের দায়ে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম নাইন বুলেটস ক্লাব।

জলন্ধরে ১৫তম জাতীয় হকি রাজ্য দলের রওয়ানা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। রাজ্যদল রওয়ানা হচ্ছে আগামীকাল, বৃহস্পতিবার। পাঞ্জাবের জলন্ধরে আয়োজিত ১৫তম জাতীয় জুনিয়র হকি আসর শুরু হচ্ছে ১২ আগস্ট থেকে। চার দিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। জাতীয় জুনিয়র হকি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রাজ্যদল প্রস্তুত। সম্প্রতি রাজ্য দল গঠনের মধ্য দিয়ে খেলোয়ারদের প্রস্তুতি ক্যাম্প আজ, বুধবার শেষ হয়েছে। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার রাজ্য দল রেলপথে জলন্ধরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। ১৬ জনের টিম এবং স্ট্যান্ডবাই হিসেবে আরও তিন জন খেলোয়ারকে দলে রাখা হয়েছিল। সব মিলিয়ে মোট ১৮ জনের টিম। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই রাজ্য হকি দল এবারকার পাঞ্জাবের জলন্ধরে অনুষ্ঠেয় ১৫ তম জাতীয় জুনিয়র হকির (বালক) চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে যাচ্ছে। এই আসর বসছে। জানা গেছে। ১৬ জন প্লেয়ার এবং দুজন অফিসিয়াল সহ মোট ১৮ জনের টিম জলন্ধরের উদ্দেশ্যে আগামীকাল রওয়ানা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সাব জুনিয়র জাতীয় হকি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের পর এখন জাতীয় জুনিয়র হকিতেও টিম পাঠাচ্ছে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। বলা বাহুল্য, তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে সম্প্রতি শেষ হওয়া জাতীয় সাব জুনিয়র হকিতে (বালক) তিন ম্যাচে অপ্রত্যাশিত সংখ্যক গোল হজম করতে হয়েছিল ত্রিপুরা দলকে। জাতীয় সাব জুনিয়র হকিতে এ ধরনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার জুনিয়র হকিতে তুলনামূলক ভালো অর্থাৎ ব্যালান্সড টিম পাঠানোর উদ্দেশ্যে দল গঠন করা হয়েছে। জলন্ধরের উদ্দেশ্যে রোয়ানা আগে রাজ্যদলের খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি ক্যাম্পের উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। বাধারঘাটের দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নবনির্মিত অ্যাস্ট্রো টার্ফ হকি গ্রাউন্ডে সপ্তাহব্যাপী প্রস্তুতি ক্যাম্প তথা প্রশিক্ষণ শিবির আজ শেষ হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে জাতীয় সাব জুনিয়র মহিলা ফুটবল : রাজ্যদল ঘোষিত, রওনা ১২ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে আয়োজিত জাতীয় সাব ফুটবল মহিলা ফুটবল আসরের জন্য রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১২ আগস্ট রাজ্য দল আগরতলা থেকে রেলপথে ছত্তিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। আগামী ১৭ আগস্ট থেকে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে জাতীয় সাব জুনিয়র মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা গ্রুপ সি-তে খেলবে। গ্রুপ সি-এর অন্যান্য রাজ্য দল গুলি হলো চন্ডিগড়, উত্তরাখন্ড ও তেলেঙ্গানা। ক্রীড়া সুচি অনুযায়ী ১৭ই আগস্ট গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে তেলেঙ্গানার বিরুদ্ধে। ১৯ আগস্ট, দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখন্ড এবং ২১ আগস্ট গ্রুপের তৃতীয় তথা গ্রুপ লীগের অন্তিম ম্যাচে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে খেলবে। রাজ্য দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো: শাখিনা ওড়াং, অপর্ণা মলসুম, সাইবা দেববর্মা, সালমা দেববর্মা, নীনা ত্রিপুরা, খারসাংতি জমাতিয়া, ভেনিসা হালাম, ঋত্বিকা মগ, ভারসাঙ লক্ষ্মী হালাম, রঙ্গিতা জমাতিয়া, মনীষা দেববর্মা, সাহিলী দেববর্মা, লালমুই রিয়াং, হামলুক্তি রিয়াং, আমজু রাং রিয়াং, জুহিনা চাকমা, আলিশা রাঙ্খল, সঞ্জিতা রিয়াং, সুজাতা দেববর্মা ও ঋত্বিকা দেবনাথ। কোচের দায়িত্বে সুশান্ত দেববর্মা এবং ম্যানেজার হিসেবে প্রীতি জমাতিয়া যাচ্ছেন দলের সঙ্গে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী রাজ্যদলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী ২৪ জন খেলোয়াড় থেকে চূড়ান্ত দলে কুড়ি জন বাছাই করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্য দল রওনা হওয়ার আগে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আরও দু-তিন দিন প্রশিক্ষণে অংশ নেবে বলে সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে।

আইএসএলের ভবিষ্যৎ কী ? নতুন লিগের পরিকল্পনা নিয়ে ক্লাবগুলির দরবারে কল্যাণ

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানকে বাদ দিয়ে বৃহস্পতিবার আইএসএলের আট দল ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে আলোচনায় বসছে, তাদের আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী হবে তা জানতে। যদিও ফেডারেশন এই মুহূর্তে আইএসএল নিয়ে কিছু বলার জায়গায় নেই। ফেডারেশন যেহেতু ক্লাবগুলোর পেরেন্ট বডি, তাই সেই পেরেন্ট বডির কাছেই ক্লাবগুলো জানতে চাইবে, যে ফুটবলারদের তারা সই করাচ্ছে তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ক্লাবগুলোও জানে ফেডারেশনের কোনও ক্ষমতাই নেই আইএসএল চালানোর বিষয়ে। শুধুমাত্র কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের উপর চাপ তৈরি করার জন্য এই বৈঠকে বসতে চলেছেন ক্লাবকর্তারা। পালটা ফেডারেশন সভাপতি শিবির প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে, বৈঠকে তারাও ক্লাবগুলোকে বলবে, যেহেতু ডিসেম্বর পর্যন্ত এফএসডিএলের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে, তাই এর মধ্যে কিছু করা সম্ভব নয়। এই বৈঠকেই ক্লাবগুলোর সামনে নতুন একটি লিগের প্রস্তাব রাখতে চলেছে তারা। বলা হবে, এই লিগ আয়োজনের জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মতো করে ক্লাবগুলোকে দিতে হবে। বাকি টাকা ফেডারেশন জোগাড় করবে। যদি আইএসএল না করে এফএসডিএল, তাহলে এই নতুন লিগ করবে বলে জানাবেন কল্যাণ চৌবেরা। যদিও অনেক ক্লাবই জেনে গিয়েছে, এই রকম একটা হাস্যকর প্রস্তাব আসতে চলেছে। কারণ, ইতিমধ্যেই কয়েকটি ক্লাব আইএসএলে পাঁচশো থেকে ছ'শো কোটি টাকা লগ্নি করে ফেলেছে। সেখানে নতুন ছোট্ট এই প্রতিযোগিতার প্রস্তাব যথেষ্টই হাস্যকর। ক্লাবগুলো জানেই, ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ রাজনীতিবিদদের মতো এইরকম একাধিক ফাঁকা আশ্বাস তাঁর সভাপতি হওয়ার সময় থেকেই দিয়ে আসছেন। যেমন ভার প্রযুক্তিকে ভারতীয় ফুটবলে আনা। আজ পর্যন্ত দিনের আলো দেখেনি ভার। অনেকেই বুঝে গিয়েছেন ডিসেম্বরের মধ্যেই ফেডারেশনের নির্বাচন হয়ে যাবে। তার আগে এমন নতুন লিগের প্রস্তাব দেখিয়ে ফেডারেশন সভাপতি নিজেদের দিকে সমর্থন টানার কাজ করবেন। সবাই এখন তাকিয়ে স্পোর্টস বিলের দিকে। এই স্পোর্টস বিল প্রথমে লোকসভায় পাস হবে। তার পর রাজ্যসভায় পাস হবে। এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে লোকসভার বাদল অধিবেশনের ২১ আগস্টের মধ্যেই। এই প্রক্রিয়া শেষ হলেই সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশ হওয়ার কথা। যার উপর নির্ভর করবে ফেডারেশনের সংবিধান এবং আসন্ন নির্বাচন। সেদিকেই ভারতীয় ফুটবল মহল দাঁড়িয়ে। এর মধ্যেই আলোচনার মাধ্যমে সব পক্ষকে এক জায়গায় এনে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে অক্টোবরের শেষ দিকে আইএসএল শুরু করা যায়।

মহারাষ্ট্রে অনূর্ধ ১১ জাতীয় দাবায় সাফল্যের দোরগোড়ায় ত্রিপুরার আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেতাব সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শুক্রবার শেষ রাউন্ডে মূলত লড়াই হবে দ্বিতীয় স্থান দখলের জন্য। তাতে পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস (১৮১৬) খেলবে তামিলনাড়ুর ধনশ্রী কে-র (১৬৩৩) বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে জয় পেলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান নিশ্চিত হয়ে যাবে আরাধ্যা-র। মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত ৩৮ তম জাতীয় অনূর্ধ ১১ দাবা প্রতিযোগিতায়। বৃহস্পতিবার আসরের দশম রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন দুরন্ত খেলে জয়লাভ করে আরাধ্যা। সাদা ঘুঁটি নিয়ে ৬৪ ঘরের লড়াইয়ে দুরন্ত খেলে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা জয় ছিনিয়ে নেয় তেলেঙ্গানার হিমা শ্রীনিকা আল্লা-র (১৬৩৫) এর বিরুদ্ধে। দশ রাউন্ড শেষে আরাধ্যার পয়েন্ট আট। ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণা তামহান্ট জৈন। রাজ্যের দাবাপ্রেমীরা আজ তাকিয়ে থাকবেন শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ওই ছাত্রীর দিকে। রাজ্যের বাকি দাবাড়ুদের মধ্যে বালিকা বিভাগে আদ্দা দেও সাড়ে ৫ পয়েন্ট, অদ্রিজা সাহা- র চার পয়েন্ট, শিবাদ্রিতা দেবনাথের ৩ পয়েন্ট, বালক বিভাগে অন্তরীপ আচারিয়ার ৫ এবং অভ্রনীল দের পয়েন্ট চার। শুক্রবার একাদশ তথা শেষ রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। আরাধ্যাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ।

বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখে প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্ট বেশ জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখে প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্য্যায়ে। গত শুক্রবার ঋষ্যমুখ মন্ডল এবং তাকমা একাদশ এর ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় কৃষ্ণনগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠে রাম ঠাকুর মন্দির নকআউট প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্ট বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী ম্যাচ থেকেই মাঠে ক্রীড়া মোদি দর্শকদের উপস্থিতি এলাকায় ক্রীড়া উৎসব আয়োজনের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এবারকার এই টুর্নামেন্টে মোট ২৪টি দল খেলছে। প্রাইজমানি টুর্নামেন্টের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন দলকে ৮০ হাজার টাকা এবং রানার্স আপ দলকে ৫০ হাজার টাকা প্রাইজমানি প্রদান করা হবে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি নকুল পাল, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যোগার রিফ্রেশার কোর্স আজ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। যোগাসন প্রশিক্ষকরা বেশ কিছু নতুন সিলেবাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে নিচ্ছেন। আগামীকাল সম্পন্ন হবে যোগাসন প্রশিক্ষকদের নিয়ে আয়োজিত এই রিফ্রেশার কোর্স। উল্লেখ্য, যোগাসনের প্রশিক্ষকদের নিয়ে পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ গত শনিবার থেকে শুরু হয়েছিল। রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই যোগা রিফ্রেশার কোর্সে রাজ্যের ৮ জেলা থেকে প্রায় ২০ জন যোগা প্রশিক্ষক কর্মশালায় অংশ নিয়ে কোর্স করছেন। স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নতুন সিলেবাস অনুসারে রিফ্রেশার কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষকরা

পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের চারটি ইভেন্টের ক্রীড়া সূচি প্রস্তুত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। ক্রীড়া সূচি তৈরি। এখন খেলাধুলা শুরু করার পালা। যদিও বৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতি কিছুটা বাধা সৃষ্টি করছে। আধিকারিক এবং কর্মকর্তারা কিন্তু রাজ্য ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। চলতি ২০২৫-২৬ বর্ষের চারটি ইভেন্টে পশ্চিম জেলাভিত্তিক স্কুলস্তরের খেলাধুলার এবং রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া আসর আয়োজন করার বিষয় নিয়ে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বৈঠক মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে আসন্ন বিভিন্ন ইভেন্ট, বিশেষ করে দাবা, জিমন্যাস্টিক্স, টেবিল টেনিস এবং হকির রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার আসরের আগে পশ্চিম জেলাস্তরে খেলাধুলার আয়োজনের বিষয়টি নিয়ে কথা হয় এবং এগুলোর রূপরেখা তৈরি করা হয়। পশ্চিম জেলাস্তরে খেলাধুলার বর্ষ ব্যাপী ক্রীড়া সূচিও তৈরি করা হয়েছে।। ব্লক থেকে শুরু করে মহকুমা ও পশ্চিম জেলাভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলার বিষয়টি ঠিক হয়। সে সঙ্গে রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার প্রধান চারটি ইভেন্ট চেস, জিমনাস্টিক্স, টেবিল টেনিস ও হকির আয়োজনের দায়িত্ব পড়েছে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উপর। এই বিষয়টি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা তথা পশ্চিম ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। বৈঠকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাধিপতি এবং ক্রীড়া দপ্তরের মহকুমা ও স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বিভিন্ন ব্লক সচিব থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় মহিলা ফুটবলের জন্য রাজ্যদল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। এর জন্য ত্রিপুরা রাজ্য ফুটবল দল গঠনের লক্ষ্যে খেলোয়াড় নির্বাচন উপলক্ষে উন্মুক্ত সিলেকশন ট্রায়াল আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে উমাকান্ত একাডেমি মিনি স্টেডিয়ামে শুরু হবে। দুদিন ব্যাপী এই সিলেকশন ট্রায়াল চলবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী সিনিয়র মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের আগামীকাল সকাল ৯ টায় নিজ নিজ আধার কার্ড এবং বার্থ সার্টিফিকেট ও সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ ট্রায়ালে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আধার কার্ড এবং বার্থ সার্টিফিকেটের অরিজিনাল কপিও সঙ্গে আনতে হবে। মহকুমা থেকে আগত খেলোয়াড়দের যাতায়াত খরচ বাবদ ১০০ টাকা প্রদান করা হবে বলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন থেকে সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন। এদিকে, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সিলেকশন কমিটির সকল সদস্য এবং কোচদের আগামীকাল সিলেকশন ট্রায়ালে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আইএসএল অনিশ্চিত! ওড়িশা-বেঙ্গালুরুর পর এবার কার্যক্রম স্থগিত চেন্নাইয়িন এফসি'র

আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে আগামী মরশুমের আইএসএল নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগ নিয়ে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে দু'বারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসি তাদের প্রথম দলের খেলোয়াড় এবং কর্মীদের সঙ্গে সমস্ত রকম কার্যক্রম স্থগিত করেছে। আগেই ওড়িশা এফসি এবং বেঙ্গালুরু এফসি সমস্ত খেলোয়াড় এবং কর্মীদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত করেছে। এবার সেই পথেই হাঁটল চেন্নাইয়িন। সোশাল মিডিয়ায় তারা এই পদক্ষেপকে 'কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয়' বলে উল্লেখ করেছে।তারা লিখেছে, 'এই সিদ্ধান্ত কখনওই সহজ নয়। অনেক ভাবনাচিন্তা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আমরা। চেন্নাইয়িন এফসি কেবল একটি ফুটবল ক্লাবই নয়, এখানে আমরা একটা পরিবারের মতো। কঠিন সময়ে আমরা একে অপরের পাশে থাকি। এই মতাদর্শ থেকেই ক্লাবটি তৈরি হয়েছিল। এটাই আমরা সব সময় বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। আইএসএলের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আশা করি, এই বিরতি স্বল্পস্থায়ী হবে। আমরা আবার ফিরে আসতে পারব। আমরা ভবিষ্যতে আরও ভালো দিনের জন্য অপেক্ষা করছি।' এফএসডিএল এবং এআইএফএফের মধ্যে অচলাবস্থার মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে আইএসএল। এই পরিস্থিতিতে চেন্নাইয়িন এফসি'র তরফে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর আগে আট আইএসএল ক্লাব ফেডারেশনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বৃহস্পতিবার আট আইএসএল ক্লাবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে ফেডারেশন। এআইএফএফ কর্তাদের কাছ থেকে মূলত তাদের আগামী পরিকল্পনার কথা জানতে চাইবে ক্লাবগুলো। কয়েকদিন আগেই ফেডারেশন সভাপতি বলেছিলেন, আইএসএল হবেই। সেই প্রসঙ্গ উঠতে পারে বৈঠকে। চিঠি দেওয়া ক্লাবগুলির মধ্যে কলকাতার তিন প্রধান নেই। এফসি গোয়া, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, কেরালা ব্লাস্টার্স, ওড়িশা এফসি, হায়দরাবাদ এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, জামশেদপুর এফসি ও পাঞ্জাব এফসি একত্র হয়ে এই চিঠি দিয়েছিল ফেডারেশনকে। এখন দেখা এআইএফএফের বৈঠকে আইএসএল নিয়ে জট কাটে কি না।

আইপিএলের মতো দিল্লি লিগেও 'অবাধ্য' দিগ্বেশ, বিপক্ষের ব্যাটারের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে হজম করলেন জোড়া ছক্কা

আইপিএলে 'নোটবুক' সেলিব্রেশন করে একাধিক বার শাস্তি পেয়েছিলেন দিগ্বেশ রাঠি। জরিমানার পর এক ম্যাচ নির্বাসিতও করা হয়। কিন্তু নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টাই করছেন না দিল্লির বোলার। এ বার দিল্লির টি-টোয়েন্টি লিগে বিপক্ষের ব্যাটারের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। তার পরেই জোড়া ছক্কা হজম করলেন সেই ব্যাটারের হাতেই।সাউথ দিল্লি সুপারস্টার্জের হয়ে খেলছেন দিগ্বেশ। তাদের খেলা ছিল ওয়েস্ট দিল্লি লায়ন্সের সঙ্গে। তখন ম্যাচের পঞ্চম ওভার চলছে। ওয়েস্ট দিল্লির অঙ্কিত কুমারকে বল করতে গিয়ে আচমকা থেমে যান দিগ্বেশ। পিছনে ফিরে আবার রান-আপ নিতে শুরু করেন। ব্যাটার বিরক্ত হলেও কিছু বলেননি।দিগ্বেশ পরের বলটা করার আগেই ব্যাটার সরে যান ক্রিজ থেকে। আবারও আম্পায়ার সেই বল বাতিল করে দেন। এতেই রেগে যান দিগ্বেশ। অঙ্কিতের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষায় কিছু কথা বলেন। আবার রান-আপে ফিরে যান। অঙ্কিত মুখে কিছু বলেননি। জবাব দেন ব্যাটে। দিগ্বেশের পরের ওভারের প্রথম দুটো বলেই ছক্কা মারেন। একটা লং-অন, একটা মিড-উইকেটের উপর দিয়ে। তার পর আঙুল দিয়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিতও করেন।দিগ্বেশ সেই ম্যাচে উইকেট পাননি। ৪৬ বলে ৯৬ রান করে ওয়েস্ট দিল্লিকে জেতাতে সাহায্য করেন অঙ্কিত।আইপিএলে পঞ্জাব ম্যাচে প্রিয়াংশ আর্য্যকে আউট করে তাঁর সামনে গিয়ে 'নোটবুক' সেলিব্রেশন করেন লখনউয়ের দিগ্বেশ। সেই ম্যাচে জরিমানা হয়। আবারও একটা ম্যাচে একই কাজ করে জরিমানা দেন। হায়দরাবাদ ম্যাচে অভিষেক শর্মাকে আউট করার পর মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। সেই ম্যাচের পর তাঁকে নির্বাসিত করা হয়।

ওভাল টেস্টের নায়ক সিরাজকে বার্তা কোহলির বোনের

ওভাল টেস্টে মহম্মদ সিরাজের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলিরা। টান টান উত্তেজনার ম্যাচ জিতিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন জোরে বোলার। তার সেই পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন কোহলির বোনও। সিরাজের উদ্দেশে দিয়েছেন বিশেষ বার্তা।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটা টেস্টই খেলেছেন সিরাজ। ১৮৫.৩ ওভার বল করে ২৩ উইকেট নিয়েছেন। সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনিই। জসপ্রীত বুমরাহের অভাবও বুঝতে দেননি তিনি। সিরাজের এমন পারফরম্যান্সে মুগ্ধ কোহলির বোন ভাবনা কোহলি ধিংড়া। সিরাজের উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন ভাবনা। যা ভাইরাল হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে।সমাজমাধ্যমে ভাবনা লিখেছেন, "খেলাটা (ক্রিকেট) আমাদের কখনই অবাক করে না। কারণ খেলাটায় এমন কিছু বীর রয়েছেন, যাঁরা আমাদের অনুপ্রাণিত করেন। আমাদের মনে আশা জাগান। আমরা ইতিবাচক থাকতে পারি। আমাদের বিশ্বাসী করে তোলেন। মহম্মদ সিরাজ, আপনি মহান।"সাধারণ ভাবে দাদাকে নিয়ে নানা পোস্ট করলেও অন্য ক্রিকেটারদের নিয়ে এই ধরনের পোস্ট খুব বেশি করতে দেখা যায় না ভাবনাকে।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে বিএসএফ জওয়ানদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী

আগরতলা, ৭ আগস্ট : দেশজুড়ে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানের অংশ হিসেবে আজ পশ্চিম জেলার মোহনপুরে অবস্থিত বিএসএফ-এর ১০৪ নম্বর ব্যাটালিয়নে পৌঁছালেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। দেশপ্রেমের এই আবেগঘন মুহূর্তে সীমান্ত রক্ষাকারী সাহসী জওয়ানদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জ্ঞাপন করলেন মন্ত্রী। এই উপলক্ষে বিএসএফ জওয়ানদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জাতীয় পতাকা কেবল একটি প্রতীক নয় এটি আমাদের আশা, ত্যাগ ও ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি।

তিনি বলেন বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের নিঃশব্দ সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রতিটি ভারতবাসীর মনে গর্ব জাগিয়ে তোলেন। আমাদের স্বপ্ন রক্ষায় যাঁরা দিন-রাত পাহারায় থাকেন, তাঁদের সঙ্গে আজ এই অনুষ্ঠান ভাগ করে নিতে পেরে গর্বিত।

মন্ত্রী আরও বলেন, সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি বিএসএফ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিএসএফ শুধু সীমান্ত নয়, বরং সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এই বন্ধন আমাদের সামাজিক ঐক্য আরও দৃঢ় করে। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী, বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ মিষ্টি ও খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ করেন।

বিধায়কের উন্নয়ন তহবিল থেকে নাট মন্দিরের উদ্বোধন

বিশালগড়, প্রতিনিধি,৭ আগষ্ট: বৃহস্পতিবার বিকেলে বিধায়ক সুশান্ত দেবের হাত ধরে এই লক্ষীবিল এলাকার নাট মন্দিরে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি তপন দাস সহ অন্যান্যরা।

এই দিন নাটমন্দির উদ্বোধন শেষে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন বিরোধীরা কোনো উন্নয়নের কাজ করেনি। ’সিপিএম মানুষকে মিছিল মিটিং এ ঘুরিয়েছে, বড় বড় কথা বলেছে, আর আমরা চাই কথা কম বলে মানুষের জন্য কাজ করতে’। বিধায়ক আরো বলেন তিনি চাইছেন বিশালগড়কে শ্রেষ্ঠ বিশালগড়ে পরিণত করতে। বিশালগড়ের যে বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে তা বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে তা সমাধান হবে বলে জানালেন বিধায়ক।

ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা

আগরতলা, ৭ আগস্ট: ফের একবার ঊনকোটি জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কৈলাসহর ৫৩ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা। আজ সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জোরালোভাবে দাবি করেন, জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং প্রশাসনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা বলেন, “কিছুদিন পূর্বে আমি বলেছিলাম ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা নেই। আমার এই দাবির সাংবাদিকদের কাছে পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপার বলেছিলেন ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা সঠিক রয়েছে এবং প্রশাসন কাজ করছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক তার উল্টো।” তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, গত ৫ই আগস্ট একরাতেই কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিলরাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন, রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রীরামপুর সূর্যমণি স্কুল, ধনবিলাস উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং ধনবিলাস অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে একসাথে চুরির ঘটনায় পুরো জেলায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বিধায়ক প্রশ্ন তোলেন, “এটাই কি আইন শৃঙ্খলা ? একই রাতে একসাথে ৫টি স্কুলে চুরি হলো আর এখন পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন একজন চোরকেও ধরতে পারেনি। এটা প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়।”তিনি জানান, এই পরিস্থিতি নিয়ে তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে লিখিতভাবে জানাবেন এবং ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা ফেরাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাবেন।

বিধায়ক বিরজিৎ সিনহার এই মন্তব্য এবং পুলিশের কার্যকারিতা নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন এখন জেলার প্রশাসনিক মহলে তীব্র আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এখন দেখার বিষয় রাজ্য পুলিশ বা প্রশাসনের উচ্চস্তর থেকে এই বিষয়ে কী প্রতিক্রিয়া আসে।

বাদল শীল হত্যাকান্ড

৬ অভিযুক্তের জামিনের বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: সিপিআইএম প্রার্থী বাদল শীলের খুনের মামলায় ৬ অভিযুক্তকে নিম্ন আদালতের জামিনের বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের পূর্বের আবেদন খারিজ হওয়া সত্ত্বেও একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত ছয়জনকে জামিন দেওয়া হয়েছিল। সেই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট বিলোনিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের তদন্ত শুরু করার জন্য রেজিস্ট্রার জুডিশিয়ালকে নির্দেশ দিয়েছে। কেন তাদের জামিন বাতিল করা হবে না তার ব্যাখ্যা চেয়ে বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিত ছয়জন অভিযুক্তকে নোটিশ জারি করেছেন।

উল্লেখ্য, মামলাটি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ নির্বাচনের সিপিআই(এম) প্রার্থী বাদল শীলের হত্যার সাথে সম্পর্কিত, যিনি ১২ জুলাই, ২০২৪ ছোটাখোলায় দুষ্কৃতি দ্বারা গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরের দিন আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে তিনি মারা যান।

একটি এফআইআরের পর, পুলিশ কথিত খুনের সাথে জড়িত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরবর্তীতে বিলোনিয়া দায়রা আদালতে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়, যেখানে তাদের অপরাধে জড়িত করা হয়।

অ্যাডভোকেট পুরুষোত্তম রায় বর্মনের মতে, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে ট্রায়াল কোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপর ছয়জন অভিযুক্ত হাইকোর্টে আবেদন করেন, যা ২০২৫ সালের মার্চ মাসে জামিন আবেদনও খারিজ করে দেওয়া হয়।

হাইকোর্টের খারিজ সত্ত্বেও, ছয়জন অভিযুক্ত জুলাই মাসে আবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের দ্বারস্থ হন, যা এবার ২৫ জুলাই বিচার শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ করে তাদের জামিন মঞ্জুর করে।

এই পদক্ষেপকে হাইকোর্টের পূর্ববর্তী আদেশের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করে, একটি নতুন আবেদন দাখিল করা হয়। বিচারপতি পালিত বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং যুক্তি শোনার পর, কোন পরিস্থিতিতে জামিন দেওয়া হয়েছে তা বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। হাইকোর্ট ছয় অভিযুক্তকে জারি করা নোটিশের জবাব দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

ধর্মনগর, ৭ আগস্ট: তথাকথিত উন্নয়নের আসল রূপ আবারও সামনে এল ধর্মনগরে। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ পদ্মপুর-তিলঠই রোডে বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা ঘটে। শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিধানভূষণ চক্রবর্তী (৩৮) রাস্তায় পড়ে থাকা গভীর গর্তে বাইকসহ উল্টে গিয়ে গুরুতর আহত হন।

জানা গেছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কারণে তিনি বাইকে করে পদ্মপুর রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় টিভিএস শোরুমের সামনে রাস্তায় বিশাল এক গর্তে বাইকটি পড়ে যায়। ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়ে গিয়ে তাঁর বাম হাত ভেঙে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা তৎক্ষণাৎ খবর দেন ধর্মনগর দমকল দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিধানভূষণবাবুকে উদ্ধার করে দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই পদ্মপুর রোডের বেহাল দশা নিয়ে প্রশাসনকে একাধিকবার জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা, আর ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিক্ষিকার, পলাতক বাইক ও ইরিক্সার চালক

আগরতলা, ৭ আগস্ট: বাইক ও ইরিক্সার সংঘর্ষে এক ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আজ সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ ধলাবিল সিএমও অফিস সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। মৃত মহিলার নাম আরতী দাস (৫৯), বাড়ি খোয়াই মহাদেবটিলা এলাকায়। জানা গেছে, তিনি পেশায় একজন শিক্ষিকা, প্রতিদিনকার মতো নিজের কাজে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা।

ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ একটি খবর আসে খোয়াই ধলাবিল সিএমও অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি যান দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে এক মহিলাকে উদ্ধার করেছেন তারা। খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। ঘটনায় বাইক এবং ইরিক্সা চালক দুজনেই পলাতক। পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। অবিলম্বে চালকদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

মিহিরের , পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়িকা কল্যাণী রায়ও

আগরতলা, ৭ আগস্ট: তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে দুর্ঘটনায় নিহত কাঞ্চনপুর দশদা, বড়হলদি এলাকার লরিচালক মিহির লাল দেবনাথের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাতে আজ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন রাজ্যের দুই মন্ত্রী টিংকু রায় ও সান্তনা চাকমা। মিহির লাল দেবনাথের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় ও সান্তনা চাকমা, সরকারি সহায়তা হিসেবে ৬ লক্ষ টাকা মিহিরের পিতার হাতে তুলে দিয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে এদিন বিধায়িকা কল্যাণী রায়ও পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মিহিরের বাবা — মায়ের সঙ্গে দেখা করেন ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন।

এদিন মন্ত্রীরা মিহির লাল দেবনাথের বাসভবনে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত আর্থিক সহায়তা হিসেবে মিহির লালের পিতার হাতে ৬ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রীদ্বয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলাশাসক ও সমাহর্তা চাঁদনী চন্দন,কাঞ্চনপুরে মহকুমা শাসক ডক্টর দীপক কুমার। এই উপস্থিতি পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষজন জানান। মন্ত্রীরা পরিবারটির পাশে ভবিষ্যতেও সব ধরনের সহায়তা থাকবে বলে আশ্বাস দেন।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় জানান পরিবারের সদস্যদের যে কোনো ধরনের সহায়তা প্রদান করতে রাজ্য সরকার উনাদের পাশে থাকবে। এবং উনার পিতার জন্য সামাজিক ভাতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

দুঃখের দিনে পরিবারের পাশে কল্যাণী রায়, ব্যক্তিগত সহায়তা হিসেবে ৫০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন।

এদিকে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায় বৃহস্পতিবার মিহির লাল দেবনাথের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান বিধায়িকা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল-এর এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ এবং কাঞ্চনপুর মন্ডলের একাধিক নেতৃত্ব।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, “সন্তান হারানোর যন্ত্রণা কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে আছি।” তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে মৃত চালকের পরিবারের হাতে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তাও তুলে দেন। পাশাপাশি বিধায়িকা এলাকার সাধারণ মানুষ ও সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের এই শোকাবহ সময়ে পরিবারটির পাশে থাকার আহ্বান জানান।

জাতীয় সড়কে ইকোগাড়ীর ধাক্কায় গুরতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ আগস্ট: শান্তিরবাজার জাতীয় সড়কে ইকোগাড়ীর ধাক্কায় গুরতর আহত হয়েছেন একজন। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৮ টা ১৫ মিনিট নাগাদ শান্তিরবাজার পাঞ্জাব ন্যাশান্যাল ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় জাতীয়সড়কে টিআর০১-এএক্স -০৩৯৬ নাম্বারের ইকোগাড়ী বাজারে এক ব্যাবসায়ী অমর মজুমদার (৫৫) কে সজোরে ধাক্কাদেয় এতেকরে অমর মজুমদার জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক কর্মীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারকরে চিকিৎসারজন্য শান্তির বাজার ট্রমাকেয়ার সেন্টারে প্রেরন করেন ও দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ী ও গাড়ীচালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে শান্তিরবাজার থানার এসআই সমীর বিশ্বাস জানান ইকোগাড়ীটি আগরতলা থেকে মুহুরীপুরের উদ্দেশ্যে যাবার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অপরদিকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত ব্যক্তিকে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। উনার প্রেসার ও সুগার অনেকটা বেশি বলে জানান চিকিৎসক উমাকান্ত আচার্য্য।

পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছে মানুষের না বলা কথা শুনলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ আগস্ট :“জনগণের দুয়ারে সরকার” কর্মসূচিতে জনজাতি উন্নয়নের দীপ্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছে মানুষের না বলা কথা শুনলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ত্রিপুরার পাহাড়ি জনপদে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অবহেলার আবরণ সরিয়ে উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও কৃষ্ণপুর বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা। সম্প্রতি মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত আঠারমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে ৪৩ মাইল এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে “জনগণের দুয়ারে সরকার” কর্মসূচির আওতায় পৌঁছান মন্ত্রী। স্থানীয় মানুষের মুখে তিনি শুনে নেন তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা, অভাব-অভিযোগ এবং প্রশাসনিক সহযোগিতার চাহিদা। “বঞ্চনার অবসান, উন্নয়নের নবযাত্রা” বললেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।জনসংযোগ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন“জনজাতি মানুষদের এতদিন কেবল ভোটের সময় মনে পড়া হতো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বাসস্থান, রেশন এসব মৌলিক অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন বছরের পর বছর। এখন সেই চিত্র বদলেছে। রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে তাঁদের জীবনে স্থায়ী উন্নয়নের ছাপ ফেলতে।”তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে “সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস” এই মন্ত্রকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার প্রত্যন্ত জনপদের উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সভায় উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলমান প্রকল্পসমূহ, যা সরাসরি জনজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), জল জীবন মিশন,আয়ুষ্মান ভারত — জন আরোগ্য যোজনা, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়,বিধবা, প্রতিবন্ধী, ও বয়স্ক ভাতা সুবল বন্ধু প্রকল্প, ট্রাইবাল হোস্টেল ও ছাত্রবৃত্তি, সংশোধিত রেশন কার্ড ও ডিবিটি সুবিধা, এডিসি-এর অধীনে অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন রাস্তা, সেতু, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র।এই প্রকল্পগুলি পাহাড়ি সমাজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিসেবার নিশ্চয়তা দিতে সহায়ক হয়ে উঠেছে বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী অভিযোগ শুনেই দ্রুত পদক্ষেপে মানবিক উদ্যোগে মন্ত্রীর সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।এই দিনের এই জনতার সাথী সভায় অনেকেই অভিযোগ করেন যে, প্রকৃত দরিদ্র হয়েও তাঁরা এখনও এপিএল রেশন কার্ডের আওতায় রয়েছেন। কেউ কেউ জানান, বিধবা কিংবা প্রতিবন্ধী ভাতা বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও পাননি। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একটিও অভিযোগ এড়িয়ে যাননি। নিজ হাতে আবেদনপত্র গ্রহণ করে, সঙ্গে সঙ্গেই মুঙ্গিয়াকামি বিডিও দীপ্তনু দেববর্মার সঙ্গে আলোচনায় বসেন ব্লকে গিয়ে এবং স্পষ্ট নির্দেশ দেন“সব অভিযোগ দ্রুত যাচাই করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেউ যেন আর সরকারি দফতরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হতাশ না হন।” “সরকার এখন মানুষের দরজায়” হৃদয়স্পর্শী বার্তা দিলেন মন্ত্রী। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডল এর সহ-সভাপতি গোপাল দাস সহ বিজেপির অন্যান্য মন্ডল নেতৃত্বরা।সভা শেষে মন্ত্রী বলেন, “আমরা সেই সরকার, যারা চোখের জল পড়ার আগেই পাশে দাঁড়াই। দল বা জাতি দেখে নয়, যে মানুষ যার প্রাপ্য, সে-ই সুবিধা পাবে। এখন আর মানুষ সরকারের কাছে নয়, সরকারই পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে।”এই জনসংযোগ সভা ছিল এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ যেখানে সরকার ও জনগণের মধ্যে গড়ে উঠল সরাসরি সংলাপ ও আস্থার সম্পর্ক। একদা অবহেলিত জনজাতি সমাজ আজ উন্নয়নের মূল ধারায় সম্মানিত অংশীদার।ত্রিপুরার পাহাড়ে আজ নতুন সূর্যোদয়। উন্নয়নের আলোয় আলোকিত হচ্ছে প্রত্যন্ত জনপদের প্রতিটি কোণ আর এই অগ্রগতির সারথি হয়ে মানুষের পাশে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ও মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

ব্রহ্মকুন্ড চা বাগান পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে সিমনায় ব্রহ্মকুন্ড চা বাগান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি চা বাগানের কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি ব্রহ্মকুন্ড চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। পরে সংবাদ মাধ্যমকে তিনি জানান, রাজ্য সরকার চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের আধুনিকীকরণে পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্রহ্মকুন্ড চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি ভালোভাবেই চলছে।

রাজ্যপাল ব্রহ্মকুন্ড চা বাগানের পর্যটন কেন্দ্রটিতে পৌছালে তাঁকে স্বাগত জানান ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সমীররঞ্জন ঘোষ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানিকলাল দাস, মোহনপুরের মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত প্রমুখ। টিটিডিসিএল”র চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রহ্মকুন্ড চা বাগান এবং প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির বিষয়ে রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের উদাসীনতা, অবহেলায় ক্ষুব্ধ গ্রাহক

আগরতলা, ৭ আগস্ট: প্রতিদিন বিদ্যুতের বিভিন্ন সমস্যা সন্মূখীন হচ্ছে রাজ্যের মানুষ। বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়েও মানুষের নানা রকমে অভিযোগ। কেউ কেউ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল নিয়ে নাজেহাল।আবারও সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম বিধানসভার কেন্দ্রের অন্তগর্ত,লালসিং মুড়া রামচড়া এলাকায় বাসিন্দা প্রনব দেবনাথ।পেশায় একজন অটো গাড়ী চালক। গাড়ী চালক প্রনব দেবনাথ, নিজ বসত বাড়ীতে বিদ্যুৎ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে তিনি বিশালগড় জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের মৌখিক ও লিখিত ভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরের অবগত করার পরও বিদ্যুৎ সমস্যা নির্বারনে তেমন কোন সৎ ভূমিকা গ্রহন করেনি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে,বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, এক সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে বিদ্যুৎ বিহীন।

ভয়াবহ যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ৭ আগস্ট: ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। গতকাল গভীর রাতে হাঁপানিয়া সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় ওই দূর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আহত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় নি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে হাঁপানিয়া সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডারে সঙ্গে বাইক নিয়ে সজোরে ধাক্কা লাগে। তাতে বাইক নিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় ওই যুবক। সাথে সাথে প্রত্যক্ষদর্শীরা আমতলী থানার পুলিশকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই যুবক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas